জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

প্রয়াত বিজ্ঞানী

৮৭ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন ভারতীয় বিজ্ঞানী জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকর। জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। মঙ্গলবার ভোরে নিজের বাড়িতেই প্রয়াত হন পদ্মভূষণ এই বিজ্ঞানী

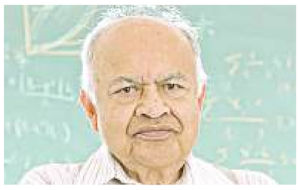

বৃষ্টিতেও অস্বস্তি

উত্তরে বাড়বে বৃষ্টি। দক্ষিণে অস্বস্তি। কলকাতায় তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। উত্তরের জেলাগুলোতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়া বইবে। পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে কালবৈশাখীর

গাইসাল স্টেশনে ঢোকার মুখে বিপত্তি, যাত্রিবাহী ট্রেনে আগুন

চেন্নাই থেকে চিড়িয়াখানায় আসছে সবুজ অ্যানাকোন্ডা

বর্ষ - ২০, সংখ্যা ৩৬২ • ২১ মে, ২০২৫ • ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ • বুধবার • দাম - ৪ টাকা • ২০ পাতা • Vol. 20, Issue - 362 • JAGO BANGLA • WEDNESDAY • 21 MAY, 2025 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

ওরা বঞ্চনা-কুৎসা চালিয়ে যাক ■ কাজেই জবাব দেব আমরা

উন্নয়নে এক নম্বর বাংলাই

শিলিগুড়ি। ফুলবাড়ির ভিডিওকন গ্রাউন্ড। সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার।

প্রতিবেদন : কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও উন্নয়নের জোয়ার বইছে বাংলায়। বিগত চার বছর ধরে রাজ্যে একাধিক প্রকল্পের টাকা বন্ধ। তারপরও উন্নয়ন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন প্রকল্পে দেশের সেরা বাংলা। বাংলাই দেশকে পথ দেখাচ্ছে। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের ডাবগ্রামে তিন জেলার সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান

আজ উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠক

থেকে কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি-সহ বিরোধীদের কুৎসার জবাব দিলেন এক এক করে। বলেন, বাংলায় উন্নয়নের জোয়ার বইছে, ওরা তা দেখতে পায় না। শুধু কুৎসা-অপপ্রচার করে। ওরা কুৎসা করুক, রাজ্যে ৯৭টি সোশ্যাল স্কিম রয়েছে, আমরা কাজ করে যাব।

কেন্দ্রের ভরসায় নেই : মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলার একাধিক প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। আবাস যোজনার টাকা দিচ্ছে না। একশো দিনের প্রকল্পের টাকাও বাকি। কেন্দ্রের ভরসায় না থেকে আমরা কর্মশ্রী প্রকল্প শুরু করেছি। সেখানে ৫০ দিনের কাজ নিশ্চিত পাচ্ছেন বাংলার মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী এদিনের সভা থেকে আরও জানান, বিভিন্ন প্রকল্প বাবদ ১ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকা রাজ্য কেন্দ্রের থেকে পাবে। (এরপর ৬ পাতায়)

মঞ্চ থেকে সরকারি পরিষেবা তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। রয়েছেন প্রকাশচিক বরাইকও।

কথা রেখে বাংলার বাড়ির দ্বিতীয় কিস্তি

প্রতিবেদন : কথা দিয়ে আরও একবার সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছিলেন, মে মাস থেকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের উপভোক্তাদের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়ার কাজ শুরু হবে। সেই অনুযায়ী বৃহস্পতিবার থেকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের ১২ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি তৈরির জন্য দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া শুরু হবে। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক সভা থেকে এই টাকা দেওয়ার আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন। পরে তিনি এক্স হ্যান্ডলে জানান, আমরা গর্বিত রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ নিজের টাকায় বাংলার বাড়ি প্রকল্পে বাংলার ১২ লক্ষ গরিব যোগ্য (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

যায় আসে না

আমি তো সেরা বহুরঙিন আসবাব নই
আমি এক সামান্য মানুষ।
হতে চাই খুব সাধারণ
অতি সহজ সরল হীন-দীন।

সেরার সংজ্ঞা কি মুষ্টিবদ্ধ হাত
অথবা জৌলুস সাথ
আঁধার রাতেই স্বপ্ন জাগে
মানুষই সেরা ভবিষ্যৎ।

চাই না তো আমি প্রশংসা বাণী
অথবা লোকদেখানো প্রচারের ঢেলা
যতটুকু পারি ততটুকুই সম্পদ
বিশ্বাসযোগ্যতায় মন ভরা।

চাই না তো কোনও আত্মতুষ্টি
অথবা ক্ষমতার পুরস্কার
মানুষের বিশ্বাস-এর থেকে বড় পুণ্য
জীবনে নেইকো দরকার।

যতটুকু জীবনে প্রয়োজন
ঠিক ততটুকুই থাক আয়োজন
তার বেশি কী হবে মাগো
জীবন স্বল্পস্থায়ী বাতায়ন।

দু-মুঠো ভাত আর একটা আশ্রয়
এটুকুই জীবনের সাশ্রয়।
এর বেশি কী আর হবে?
তবে কেন ক্ষমতার প্রশ্রয়?

দু-মুঠো ভাতের দাম যারা দিলো না
যারা দিলো না বিশ্বাস-এর মর্যাদা
তাদের কাছে কিছু আশা করা
না হয় উচিত
অথবা মন খারাপ
করা সর্বদা।

নিজের কাজ নিজে করে যাও
কে কী বললো যায়-আসে না
নিরপেক্ষতা আজ ব্যবসা ও ক্ষমতা
অর্থ ছাড়া ওটা বর্ষে না।

কোনও ব্যঙ্গ কুৎসাতে থেমো না
এগিয়ে যাও
পথ দেখাও
চলতে ভয় পেয়ো না।

রিজিজুর ফোন মুখ্যমন্ত্রীকে, সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলে অভিষেক

প্রমাণিত হল তৃণমূলের অবস্থানই ঠিক

প্রতিবেদন : তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়েছিলেন দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে সবসময় কেন্দ্রের পাশে থাকবে তৃণমূল। সেইমতোই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ফোন পেয়ে সদ্য ভারতীয় প্রতিনিধি দলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। এর আগে মাদার পার্টিকে না জানিয়েই প্রতিনিধি বেছেছিল কেন্দ্র। সেই ভুল শুধরে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তার পরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দলের পক্ষ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম পাঠান। উল্লেখ্য, পাকিস্তান-বিরোধী প্রচারে ৩২টি দেশে যাওয়ার জন্য প্রতিনিধি দল নিজেদের মনমতো সাংসদদের বেছে নিয়েছিল কেন্দ্র। সেই তালিকা

নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তৃণমূল সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অসন্তোষ প্রকাশ করেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। মাদার পার্টির কাছে প্রতিনিধি দলে (এরপর ১২ পাতায়)

তৃণমূলের প্রতিনিধি দল যাবে কাশ্মীরে

প্রতিবেদন : পাক হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত জম্মু-কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী এলাকায় যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আগামী ২১ থেকে ২৩ মে কাশ্মীরের একাধিক এলাকা পরিদর্শন করবেন তৃণমূলের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল। এই দলে থাকছেন সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, নাদিমুল হক, সাগরিকা ঘোষ, মমতাবালা ঠাকুর ও রাজ্যের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। পাক গোলাগুলিতে বিপর্যস্ত পুঞ্চ, রাজৌরি, শ্রীনগরে গিয়ে সেখানকার স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলবেন, (এরপর ১২ পাতায়)

ভিতরের পাতায়

- চা-বাগান শ্রমিকদের জন্য পরিষেবা
- আলুচাষিদের ১৫৮ কোটি ক্ষতিপূরণ
- হিংসা নয় শান্তি চাই, কেন্দ্রকে কড়া বার্তা
- দিঘার জগন্নাথধাম পৌঁছতে ৬টি ভলভো বাস
- দুয়ারে খাদ্যসামগ্রী, দশটি সুফল বাংলার মোবাইল ভ্যানের উদ্বোধন
- উত্তরের উন্নয়নে ঢালাও বরাদ্দ
- বন্যাদুর্গত মানুষদের জন্য তিস্তাপল্লি

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
21 May, 2025 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯২০ প্রিয়নাথ বসু (১৮৬৫-১৯২০) এদিন সিঙ্গাপুরে প্রয়াত হন। অন্য অনেক কিছুর মতো বাঙালির সার্কাস-চর্চাটাও আরম্ভ হয়েছিল এই কলকাতার মাটি থেকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী চেতনার একনিষ্ঠ সেবক নবগোপাল মিত্র বিদেশি সার্কাস দলের খেলায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৮৮৩-র শেষ দিকে ১৩ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের বাড়িতে 'ন্যাশনাল সার্কাস' খোলেন। সেটাই ছিল বাঙালির প্রথম সার্কাস।

১৯৯১ রাজীব গান্ধী (১৯৪৪-১৯৯১) এদিন নিহত হন। ৩১ অক্টোবর ১৯৮৪, যেদিন ইন্দিরা গান্ধী তাঁর দেহরক্ষীদের দ্বারাই নিহত হন সেদিন রাজীব গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে ছিলেন। মায়ের মৃত্যুর পর মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তিনি দেশের কনিষ্ঠতম প্রধানমন্ত্রীরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৮৯ সালের ২ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে পরাজয়ের পর পদত্যাগ করার আগে পর্যন্ত তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। এদিন মাদ্রাজ থেকে ৩০ মাইল দূরে শ্রীপেরুম্বুদুরে যখন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর হয়ে প্রচার করছিলেন, তখন নির্বাচনী সভায় তামিল জঙ্গিদের ঘটানো আত্মঘাতী বিস্ফোরণে তিনি প্রাণ হারান।

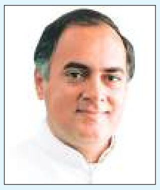

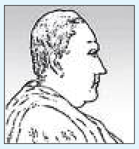

১৮৩৫ বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪) এদিন কলকাতার জোড়াবাগান অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতি-কবি। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বাঙলা গীতি কাব্য-ধারার 'ভোরের পাখি' বলে আখ্যায়িত করেন। বিহারীলাল-এর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হল 'স্বপ্নদর্শন'। তাঁর রচনাবলির মধ্যে 'স্বপ্নদর্শন' , 'সঙ্গীত শতক', 'বঙ্গসুন্দরী', 'নিসর্গসন্দর্শন', 'বন্ধুবিয়োগ', 'প্রেম প্রবাহিনী', 'সারদামঙ্গল', 'দেবরানী', 'বাউলবিংশতি', 'সাধের আসন', 'ধূমকেতু' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সুন্দরলাল বহুগুণা (১৯২৭-২০২১) এদিন প্রয়াত হন। পূর্বপুরুষদের আসল পদবি ছিল 'বন্দ্যোপাধ্যায়'। তাঁরা ছিলেন বহু গুণের অধিকারী, তাই শ্রীনগরের রাজা উপাধি দিয়েছিলেন 'বহুগুণা'। সুন্দরলাল ভারতের পরিবেশ সুরক্ষা আন্দোলনের পথিকৃৎ। বিশ্বাস করতেন, একমাত্র গাঁধীজির আদর্শেই দেশ ও সমাজ-সংসারের কল্যাণ হতে পারে। চিপকো আন্দোলনের কথা হিমালয়ের মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ৫০০০ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে গ্রামে-গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন সুন্দরলাল। জীবনে বহু পুরস্কার, সম্মান পেয়েছেন, কিন্তু সেগুলো তাঁর কাছে গুরুত্ব পায়নি কোনও দিনই।

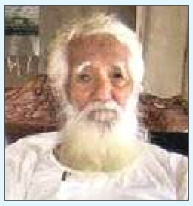

২০২০ জাতিসংঘ আজকের দিনটিকে আন্তর্জাতিক চা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। 'চা' নামটি চিনের দেওয়া, চায়ের উৎপাদন শুরুও সেদেশ থেকে। কিন্তু যেই না গরম জলে চা পাতা ফোটানোর স্বাদ ভারতবাসীর জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠল। দার্জিলিংয়ের চা বিখ্যাত তো বটেই, অসমের চাও বিখ্যাত। ভারতের বাইরে শ্রীলঙ্কা, কেনিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, উগান্ডা প্রভৃতি দেশও চা উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত।

FIFA

১৯০৪ আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা ফিফা প্রতিষ্ঠিত হল এদিন। সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জুরিখে। বিশ্ব ফুটবল পরিচালনা কমিটি ফিফা পুরুষদের আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্টের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর ১৯৩০ সালে প্রথম ফিফা বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়। সে সময়কার ফিফা সভাপতি জুলে রিমে এই ধারণাটি পেশ করেন। ১৯৩০ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম ফিফা বিশ্বকাপে আমন্ত্রিত হয়ে মাত্র ১৩টি দল চূড়ান্ত টুর্নামেন্টে অংশ নেয়।

১৯২৭ ও ১৯৩২ চার্লস লিন্ডবার্গ ১৯২৭-এর এইদিনে একনাগাড়ে বিমান চালিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর পার হলেন এদিন। এই মার্কিন বৈমানিক এক টানা সাড়ে ৩৩ ঘণ্টা বিমান চালিয়ে নিউ ইয়র্ক থেকে প্যারিসে পৌঁছান। আবার ১৯৩২-এর এই দিনে অ্যামেলিয়া ইয়ারহার্ট লিন্ডবার্গের মতোই একা বিমান চালিয়ে আটলান্টিক অতিক্রম করেন। তিনিই প্রথম মহিলা যিনি এই কৃতিত্বের অধিকারী হন।

২০১৭ রিংলিং ব্রাদার্স ও বারনুম অ্যান্ড বেইলি সার্কাস এদিন শেষবারের মতো খেলা দেখায়। পশুপ্রেমীদের প্রতিবাদের মুখে পড়ে বেশ কিছুদিন ধরেই দর্শক হারাচ্ছিল সার্কাসের দল দুটি। শেষে ঘটনাচক্রে প্রিয়নাথ বোসের প্রয়াণ দিবসেই অনুষ্ঠিত হল তাদের অন্তিম প্রদর্শনী।

২০ মে কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজারদর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৩৬০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৪০৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৮৯৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৯৫৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৯৫৬০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৬.৫১	৮৫.৩০
ইউরো	৯৭.৯৮	৯৫.৮২
পাউন্ড	১১৫.৭৭	১১৩.৭২

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কাজল

■ প্রিয়াঙ্কা চোপড়া

পার্টির কর্মসূচি

গরমে রক্তের আকাল মেটাতে গোঘাট বিধানসভার অন্তর্গত গোঘাট-২ নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির আয়োজনে এক রক্তদান শিবির আয়োজিত হল। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ মিতালি বাগ ও অন্য তৃণমূল নেতৃত্ব।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৩৮৯

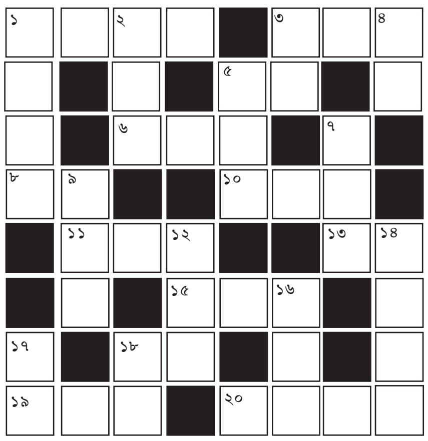

পাশাপাশি : ১. অযথা ব্যয় ৩. নিরেট, নির্ভেজাল ৫. বরবটিজাতীয় শুঁটি ৬. বোধ, উপলব্ধি ৮. পৃথিবী ১০. অন্ধকার, তিমির ১১. বিবিধ ১৩. একশত সহস্র সংখ্যা ১৫. 'কেউ বা কিছু—করে' ১৮. গৃহ, বাড়ি ১৯. জেব ২০. নাকাল, বিপর্যস্ত

উপর-নিচ : ১. অনিষ্ট, ক্ষতি ২. জ্যোৎস্না ৩. কাব্যে ভিন্ন ৪. টাকা ৫. অসম্মত, বিরুদ্ধমত ৭. উৎপন্ন শস্য ৯. স্পর্ধা ১২. খাতির, সম্মান ১৪. অল্পকালস্থায়ী ১৬. নং ১৭. ছোট গাছের ঝাড় কিংবা জঙ্গল ১৮. দেহ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৩৮৮ : পাশাপাশি : ২. কলহকার ৫. জিন্দাপির ৬. টক্কর ৭. ভবলোক ৯. পটকান ১২. বিজুরি ১৩. তারপাশা ১৪. নাগরভূপ। **উপর-নিচ :** ১. অজিতাভ ২. করটক ৩. হরিরলুট ৪. রগড় ৮. লোমবিবর ৯. পরিতাপ ১০. নকশাল ১১. হাসিনা।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

রাজ্য

ডাবগ্রামে মুখ্যমন্ত্রীর পরিষেবাদান • নানা মুহূর্ত

১ লক্ষ ২ হাজার আলুচাষিকে ১৫৮ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ

প্রতিবেদন : বাংলার ক্ষতিগ্রস্ত আলুচাষিদের পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের ডাবগ্রামের পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাষিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সূচনা করেন। রাজ্যের প্রায় ১ লক্ষ ২ হাজার ক্ষতিগ্রস্ত আলুচাষির জন্য ১৫৮ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই টাকা সরাসরি চলে যাবে চাষিদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। তাঁদের এক পয়সাও খরচ করতে হবে না।

গত রবি মরশুমে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে বহু আলুচাষি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। বাংলার শস্যবিমা প্রকল্পে তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল রাজ্য সরকার। সেইমতোই মুখ্যমন্ত্রী এই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সূচনা করেন। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে এক্স হ্যান্ডেলে তিনি জানিয়েছেন, এই শস্যবিমা প্রকল্পের আওতায় বাংলার এক লক্ষরও বেশি আলুচাষিকে সরাসরি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য দেওয়া শুরু হল। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০১৯ সালে চালু হওয়া এই শস্যবিমা প্রকল্পে রাজ্য সরকার বাংলার কৃষকদের মোট ৩,৭২০ কোটি টাকার বেশি সহায়তা দিয়েছে। সাম্প্রতিক অকাল বৃষ্টি এবং ডিভিসির ছাড়া জলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়াতেই এই উদ্যোগ। বাংলা শস্যবিমা যোজনা প্রকল্পের আওতায় তাঁদের মোট ৩২১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে, গতবছর বৃষ্টিতে বেশ কিছু জেলায় আলু ও ধান চাষের ক্ষতি হয়েছে। বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান জেলায় ডিভিসির ছাড়া জলেও আলু নষ্ট হয়ে যায়। সরকারি উদ্যোগে ওই ভিজে যাওয়া আলু কিনে সুফল বাংলার মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। তারপরেও সবটা রক্ষা করা যায়নি। তাই শস্যবিমা যোজনার আওতায় কৃষকদের ক্ষতিপূরণের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য।

কেন্দ্রের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ভোট এলেই

চা-বাগান শ্রমিকদের জন্য পরিষেবার ডালি মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : ভোট এলেই প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেয় বিজেপি। তারপর সব ভাঁওতা। উত্তরবঙ্গের চা-বাগান নিয়েও বিজেপির এক নেতা বলেছিলেন, যত বন্ধ চা-বাগান আছে সব খুলে দেব। কিন্তু একটাও খুলতে পারেনি। উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন সেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। উত্তরের চা-বাগান ও বাগান-শ্রমিকদের জন্য একের পর এক পরিষেবা দিয়ে চলেছেন তিনি। মঙ্গলবার ডাবগ্রামের পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফের একবার পরিষেবার ডালি তুলে দিলেন চা-বাগান শ্রমিকদের হাতে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে যথাক্রমে ৮টি ও ৭টি চা-বাগান খোলা হয়েছে সম্প্রতি। এর আগে ৫৯টি চা-বাগান খুলেছি আমরা। বাগান-শ্রমিকদের পারিশ্রমিক বাড়িয়ে ২৫০ টাকা করা হয়েছে।। তাঁদের ছাতা, জুতো, কম্বল সমস্ত কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁদের পাট্টা দেওয়া হচ্ছে। আলিপুরদুয়ারের ১৩ হাজার পরিবারকে এই প্রকল্পের সাহায্য দেওয়া হয়েছে। চা-সুন্দরী প্রকল্পে জলপাইগুড়িতে ৯২২টি ও আলিপুরদুয়ারে ২৯৮টি পরিবার উপকৃত হয়েছেন। চা-শ্রমিকদের বাচ্চাদের দেখাশোনার জন্য ২৫টি ক্রেশ স্থাপন করা হয়েছে। আইডেন্টিটি কার্ড দেওয়া হয়েছে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার চা-শ্রমিককে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

21 May, 2025 • Wednesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

যথার্থ অবস্থান

কাশ্মীর-সহ ভারতীয় ভূখণ্ডে পাক-সন্ত্রাস। তার জেরেই অপারেশন সিঁদুর। কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল তৈরি করে বিভিন্ন দেশে যাওয়া হবে। পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের কথা তুলে ধরবেন দলমত নির্বিশেষে সাংসদরা। দেখা গেল কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ বিজেপি নিজেদের ইচ্ছেমতো ব্যক্তিগতভাবে সাংসদদের বাছাই করছে এবং তাঁদের যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলছে। এই ঘটনার প্রথম প্রতিবাদ করে তৃণমূল কংগ্রেস। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, আমাকে জানালেই তো প্রতিনিধি পাঠাতাম। সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পাক-সন্ত্রাসবাদের নানা কার্যকলাপ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তুলে ধরা উচিত। তৃণমূল কংগ্রেস এ বিষয়ে সরকারের যে কোনও ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাবে। কিন্তু সর্বদলে তৃণমূল কংগ্রেসের কে যাবেন তা কেন্দ্রের সরকার ঠিক করতে পারে না। তৃণমূলের সুরেই কথা বলেছে অন্যান্য বিরোধী দল। সমাজবাদী পার্টি, শিবসেনা, কংগ্রেস-সহ ইন্ডিয়া জোটের সব দলই কেন্দ্রের এই পদক্ষেপের ঘোর বিরোধিতা করেছে। কেউই এই স্বেচ্ছাচারিতা মেনে নিতে পারেনি। এরপরেই মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ফোন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে। তিনি তাঁদের জানিয়ে দেন সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলে যাবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত রীতি-নীতি মেনে যেভাবে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো উচিত, সেভাবেই জানানো হয়েছে। তার ফলও মিলেছে হাতেনাতে। ফের প্রমাণিত হল, তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থানই সঠিক।

e-mail থেকে চিঠি

প্রচারের ঢাক পিটিয়ে এবার কি ভোট কুড়ানোর পর্ব?

পহেলগাঁওয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ ভারতের ছবি দেখেছে গোটা বিশ্ব। সেসময়ে মোদি সরকারের 'পাশে থাকার' বার্তা দিয়েছিল দেশের সব বিরোধী দল। কিন্তু অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যকে রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে মোদি সরকার। রেলের টিকিটে অপারেশন সিন্দুরকে বিজ্ঞাপিত করে আদতে ভারতীয় সেনাবাহিনীকেই পণ্য হিসেবে তুলে ধরছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এর আগে কোভিড সার্টিফিকেটে সময়ও মোদির ছবি থাকা নিয়ে ব্যাপক জলঘোলা হয়েছিল। এদিন মধ্যপ্রদেশ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা উমাঙ্গ সিংঘার সোশ্যাল মিডিয়ায় রেলের একটি ই-টিকিটের ছবি পোস্ট করেন। ভোপাল জংশন থেকে নাসিক রোড পর্যন্ত সিএসএমটি রাজধানী এক্সপ্রেসের ওই টিকিটে দেখা যাচ্ছে, অপারেশন সিন্দুরের সাফল্যের উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে যা লেখা রয়েছে, তার মারমর্থ হল, অপারেশন সিঁদুর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এক নতুন পদক্ষেপের সূচনা করেছে। একটি নতুন যুগ, নিউ নর্মাল শুরু করা হয়েছে। দু'লাইনের ওই ছবির সঙ্গে দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবিও। তিনি স্যালুট করছেন। মধ্যপ্রদেশ বিধানসভার বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, 'ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে গর্ব এবং ঐতিহ্য রয়েছে, তা একজনের রাজনৈতিক কেরিয়ার উজ্জ্বল করতে পণ্যের মতো বিক্রি করা হচ্ছে। অপারেশন সিন্দুর নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কতটা বিজ্ঞাপন লোলুপ হয়ে উঠেছে, এটি তার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ। প্রধানমন্ত্রীর প্রচারের উদ্দেশে রেলের টিকিটে অপারেশন সিন্দুরকে ব্যবহার করা হচ্ছে। করোনা সময়কালের ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সেই সময় ভ্যাক্সিনের সার্টিফিকেটে নরেন্দ্র মোদি ছবি দিয়ে প্রচার করছিলেন। বিদেশ সংক্রান্ত স্পর্শকাতর এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। এর আগেও ভারতীয় সেনাবাহিনীর একাধিক সাফল্যকে ভোটপ্রচারে ব্যবহার করেছেন নরেন্দ্র মোদি। এটা এবার বন্ধ হওয়া দরকার।

— শঙ্খশুভ্র চট্টোপাধ্যায়, আরামবাগ, হুগলি

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

চাকরিহারা শিক্ষকদের জন্য চাকরিখেকো বাম-রামের কান্না

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, রূপশ্রী— অসংখ্য জনমুখী প্রকল্প নিজ রাজ্যে দিব্যি কপি পেস্ট মারছে রামরেডরা আর পশ্চিমবঙ্গে তারা প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে আর যূপকাষ্ঠে বলি দিচ্ছে বাংলার যৌবন। ওদের মুখোশ টেনে খুললেন পার্থসারথি গুহ

*'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ,
আমি আজ চোর বটে।'*

আইনের বেড়াজালে বাংলার ২৬ হাজার স্কুল শিক্ষককে অথৈ জলে ফেলে চাকরিখেকো কতকগুলো রক্তপিশাচ ভণ্ড আজ সমাজে এভাবেই সাধু সাজার চেষ্টা করছে। জনগণের দরবারে বারবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরেও তাদের জিঘাংসা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

৩৪ বছর ধরে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিষেবা, পরিকাঠামো, কলকারখানা লাটে তুলে বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করেছিল যে ধ্বংসাত্মক শক্তি তারা ফের কবর থেকে কাউন্ট ড্রাকুলার মতো উঠে এসেছে। ঠোঁটের কোনায় এখনও রক্ত ঝরছে। আর এমন একটা সময়ে এই নরপিশাচদের আবির্ভাব হয়েছে যখন মমতা ম্যাজিকে ভরপুর হয়ে বাংলা আবার তার হৃতগৌরব ফিরে পাচ্ছে। বাংলার কন্যাশ্রী ডানা মেলেছে জগতসভায়। লক্ষ্মীভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, রূপশ্রী থেকে অসংখ্য জনমুখী প্রকল্প সারা দেশ তথা বিশ্ব জুড়ে বন্দিত হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবল সমালোচকরাও নিজ রাজ্যে দিব্যি কপি পেস্ট মারছে এই উন্নয়ন মডেল।

অন্যদিকে, ময়ূরের পেখমের বকলমে বাংলা বিরোধীদের কাকস্য চেহারা ও কর্কশ স্বরটা বেরিয়ে আসছে বারংবার। তাও ক্ষান্ত না দিয়ে কতগুলো পেটোয়া গণমাধ্যমের হাত ধরে লাইমলাইটে আসার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চলছে। মাঝখান দিয়ে শিক্ষকদের একটা অংশ ভুল বুঝে এইসব আইনবাজের পাল্লায় পড়ে দিকভ্রান্ত হচ্ছেন।

তাঁদের মনে রাখা উচিত, আগরতলা হাইকোর্টের রায়ে মানিক সরকারের ভরা বাম জমানায় ত্রিপুরায় ১০,৩২৩ জন শিক্ষকের চাকরি চলে যায়। বাতিল হয় পুরো প্যানেলটি। বাংলার চাকরিহারাদের পাশে দাঁড়িয়ে কালো কোট পরে এখন কুম্ভীরাশ্রু ফেলছেন যে আইনবাবুটি তিনি কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে বাম সরকারের মুখ রক্ষা করতে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, আগরতলা হাইকোর্টের রায়ই বহাল রেখেছিল শীর্ষ আদালত। তার জেরে বাম সরকারের ভরাডুবিও হয় ত্রিপুরায়। মাথাচাড়া দেয় এখানে বামেদের পরম বন্ধু রাম। বাংলাতে ইতিমধ্যেই সিপিএম প্রান্তিক শক্তিতে পরিণত। কয়েকটা মিডিয়া চ্যানেল ছাড়া কার্যত তাদের অস্তিত্ব নেই।

যদিও এরমধ্যে শিক্ষকদের একটা বড় অংশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদনে সাড়া দিয়ে মূলস্রোতে ফিরে এসেছেন। কারণ, তাঁরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন এত আইনি জটিলতার মধ্যেও রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বেতন বন্ধ করেননি এবং সর্বতোভাবে পাশে আছেন।

চাকরিহারা শিক্ষকদের নিয়ে বিরোধীদের এই অনৈতিক রাজনীতির তীব্র নিন্দা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বহিরাগতদের নিয়ে এসে চাকরিহারাদের বেপথে চালনা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন তিনি। বাম হার্মাদদের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বাংলার মা-মাটি-মানুষের মুক্তিকামী শত শত আন্দোলনের কাণ্ডারী বলেছেন, আন্দোলনের বিরুদ্ধে তিনি নন। তবে আন্দোলনের লক্ষ্মণরেখা মেনে চলতে হবে।

আর এই প্রসঙ্গে, মুখ্যমন্ত্রী বিঁধেছেন সেই নাটের গুরুদের যারা কার্যত এখন স্বার্থরক্ষার গুরু। তিনি স্পষ্ট করেছেন আদালতের সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য রাজ্য। তাও মানবিক

কারণে কারো বেতন বন্ধ করা হয়নি। গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মীদেরও টাকা দেওয়া হচ্ছে। তাও বিরোধীরা লাগাতার কুৎসা করে মানসিকভাবে হতাশাগ্রস্ত শিক্ষকদের অবসাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। নিজেদের সংকীর্ণ রাজনীতির বোড়ে বানিয়ে শিক্ষকদের বেপথে ঠেলে দিয়েছেন। আন্দোলনের নামে বিকাশ ভবন ও এসএসসি অফিস অবরোধ করে সেখানকার কর্মচারীদের লাগাতার ঘেরাও করে রাখছেন। গর্ভবতী মহিলারা পর্যন্ত ঘেরাও থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না। এই চূড়ান্ত অমানবিকতার জন্যই শিক্ষকদের সঠিক রাস্তায় ফিরতে অনুরোধ-উপরোধ করছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও আন্দোলনের নামে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা, গেট ভাঙা তথা হিংস্র পথে না যেতে শিক্ষকদের অনুরোধ করেছেন। রাজনীতির রঙে আন্দোলন যে দিশা হারায় সেকথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন অভিষেক। রাজ্যের ১০০ দিনের বকেয়া টাকা নিয়ে দিল্লিতে আন্দোলন করার সময়ে কীভাবে তৃণমূলের মহিলা প্রতিনিধিদের চুলের মুঠি ধরে বের করে দেওয়া হয়েছিল এবং তার প্রতিবাদে রাজভবনের কাছে তৃণমূলের শান্তিপূর্ণ ধর্নার কথাও তুলে ধরেছেন তৃণমূলের তরুণ তুর্কি।

প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ডর পর অভিযোগ উঠেছিল, আন্দোলনের মঞ্চ ব্যবহার করে অন্যায়ভাবে টাকা তোলার। এখানেও চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশের ঘাড়ে বন্দুক রেখে প্রকৃত উদ্দেশ্য মাঠে মারা যাচ্ছে।

যে বিজেপি এত বড় বড় কথা বলছে, সেই গৈরিক আমলে শিবরাজ সিং চহ্বানের মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে মধ্যপ্রদেশের ব্যাপম দুর্নীতিতে সরকারি চাকরি দেওয়ার নামে কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারি হয়েছিল। যেসব চুনোপুঁটিদের গ্রেফতার করা হয়েছিল তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের আবার রহস্যমৃত্যু হয়। যথারীতি কোনও রাঘব-বোয়ালের কেশাগ্র স্পর্শ করা যায়নি।

বস্তুত, ব্যাপক কেলেঙ্কারির মতো ব্যাপক আকারের কেলেঙ্কারির কুশীলবদের দল এখানে বড় বড় বাতেলা দিচ্ছে। তাদের সঙ্গে অলিখিত জোট বেঁধেছে শূন্য কলসির বামেরা।

অথচ এই বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর যে কাজটি সুকৌশলে সম্পাদন করেছিল তা হল প্রাথমিক থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়া। বস্তুত, বাংলার বেশ কতগুলো প্রজন্মকে শুধুমাত্র এই ইংরেজি শিক্ষায় অজ্ঞতার কারণে শত যোজন পিছিয়ে পড়তে হয়েছিল। সর্বত্র পিছিয়ে পড়তে পড়তে ভয়ঙ্কর হীনমন্যতায় ভুগত সেই সমাজ। অবসাদে তলিয়ে গিয়েছিল ছাত্র-যুবরা।

সিপিএমের নেতা-মন্ত্রীর ছেলেরা দামি গাড়ি চেপে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়তে যেত। বাড়িতে একগাদা টিচারের কাছে পড়ে বিলাতিবাবু হওয়ার সোপান গড়ত।

আর হতভাগ্য সাধারণ বাঙালিকে পড়তে হত ইংলিশ-বর্জিত স্কুলে। এভাবেই দায়িত্ব নিয়ে পুঁজিপতিদের ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল চালানোয় উৎসাহিত করেছিল রাজ্যের তৎকালীন কমিউনিস্ট সরকার। প্রলেতারিয়েতদের গিনিপিগ বানিয়ে উলুখাগড়া তৈরির সেই রুশ-চৈনিক মডেল এখানেও বাস্তবায়িত করেছিল বামফ্রন্ট। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতিতে 'বুর্জোয়া' নার্সিংহোমের রমরমা বাড়িয়েছিল সিপিএম নেতৃত্বাধীন তথাকথিত জনদরদী সরকার। সরকারি হাসপাতালগুলোকে বেহাল বানিয়ে গরিবগুর্বোদের মৃত্যুর পথ আরও সুগম করেছিল স্তালিনিস্ত সিপিএম।

আজ যখন সেই অত্যাচারী হিপোক্রিট সিপিএম চাকরিহারা শিক্ষকদের জন্য মরাকান্না কাঁদে তখন 'চোরের মায়ের বড় গলা' ছাড়া তাদের জন্য আর কোনও উপমা কি বাছা যায়?

ডাবগ্রামে তিন জেলার পরিষেবা প্রদান

উত্তরের উন্নয়নে ঢালাও বরাদ্দ

পরিষেবা : জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলা এবং শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রায় ২ লক্ষ মানুষকে।
উদ্বোধন : ৩টি জেলার মোট ৩৬৫টি প্রকল্পের উদ্বোধন। অর্থমূল্য ২৫০ কোটি ৫৪ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা।
শিলান্যাস : ১৩৪টি প্রকল্পের শিলান্যাস। মূল্য প্রায় ১৮৯ কোটি ৪২ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা।

জলপাইগুড়ি

- মাল ব্লকে ১৬২টি এবং নাগরাকাটা ব্লকে ২৮৫টি চা-সুন্দরী ঘর নির্মাণ প্রকল্প, ৩১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়।
- রাজগঞ্জ ব্লকে সাহুডাঙ্গি থেকে বেলাকোবা রাস্তা ২৩ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা।
- মালবাজার ব্লকে গজলডোবা ব্যারেজ থেকে বাগানবাড়ি মোড় রাস্তা নির্মাণ, ১৬ কোটি ৪২ লক্ষ।
- বেরুবাড়ি গ্যাস ইন্সুলেটেড সাব স্টেশন, ১০ কোটি।
- বানারহাট ব্লকে মাচুয়া নদীর উপর আরসিসি সেতু, ৮ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা।
- মালবাজারে চেংমারি পিডব্লিউডি রোড থেকে খালপাড়া জুনিয়র হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তা, ৮ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা।
- জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন ব্লকে ৫০টি ওয়াটার ভেন্ডিং কিয়স্ক নির্মাণ, সাড়ে ৪ কোটি টাকা।
- মিনগ্লাস চা-বাগানে নলবাহিত পানীয় জল প্রকল্প, ৪ কোটি ৬ লক্ষ টাকা।
- জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে আলুর উৎকর্ষ কেন্দ্র নির্মাণ, ৪ কোটি টাকা।
- ধূপগুড়ি কৃষকবাজারের পরিকাঠামো উন্নয়ন, ৩ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা।
- রাজগঞ্জ ব্লকে পানকৌড়ি মোড় থেকে মরাডাঙ্গি হাসপাতাল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ, ৩ কোটি ১৭ লক্ষ।
- ধূপগুড়ি ব্লকে গিলান্ডি নদীর উপর সুরক্ষা কাজ এবং রাস্তা-সহ জয়েস্ট সেতু নির্মাণ, ২ কোটি ৯৯ লক্ষ।
- মালবাজার ব্লকে সুখাঝোরার উপর বক্স কালভার্ট নির্মাণ, ২ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা।
- ময়নাগুড়ি ব্লকে দ্বারিকামারিতে সালমারা নদীর উপর জয়েস্ট সেতু নির্মাণ, ২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা।
- ক্রান্তি ব্লকে রাজাডাঙা আঁচল মোড় থেকে দেবীপুর ফ্যাক্টরি মোড় পর্যন্ত রাস্তা, ২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা।
- রাজগঞ্জ ব্লকে তালমা নদীর উপর সংযোগ সড়ক এবং সুরক্ষা কাজ-সহ জয়েস্ট সেতু, ২ কোটি ৭৪ লক্ষ।
- নাগরাকাটা ব্লকে ভবানী শর্মার বাড়ি থেকে বামিয়া মুন্ডার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ, ২ কোটি ৬৯ লক্ষ।
- মাল ব্লকে গোলাপ চাঁদের দোকান থেকে এনজি ডিভিশন অফিস পর্যন্ত রাস্তা, ২ কোটি ৬৮ লক্ষ।

আলিপুরদুয়ার

- ৪৩টি প্রকল্প উদ্বোধন করলাম। যার অর্থমূল্য ৭১ কোটি ৫২ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা।
- চা-সুন্দরী প্রকল্পে মাদারিহাট ব্লকে মুজনাই চা-বাগানে শ্রমিকদের জন্য ২৯৮টি বাড়ি, ২০ কোটি ২০ লক্ষ।
- আলিপুরদুয়ার পুরসভার ৩টি বক্স কালভার্ট-সহ বক্সা ফিডার রোডের মানোন্নয়ন, ৯ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা।
- বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট অতিরিক্ত ওয়ার্ড, ৮ কোটি ৯৯ লক্ষ।
- ফালাকাটা ব্লকের কাদম্বিনী চা-বাগান এলাকায় পানীয় জল প্রকল্প, ৭ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা।
- আলিপুরদুয়ার পুরসভায় আলিপুরদুয়ার শহরে ১২টি রাস্তার মানোন্নয়ন, ৭ কোটি টাকা।
- কুমারগ্রাম ব্লকে জয়ন্তী ধওলা রাস্তায় ২টি বক্স কালভার্ট নির্মাণ, ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা।
- কালচিনি ব্লকে হ্যামিলটন গ্রামীণ হাট শেড নির্মাণ, ২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা।
- মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকে মনসুং নদীর উপর জয়েস্ট সেতু নির্মাণ, ২ কোটি ২ লক্ষ টাকা।

শিলিগুড়ি

- বর্ধমান রোডের মানোন্নয়ন এবং সার্ভিস রোড নির্মাণ, ৯ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা।
- মাটিগাড়া ব্লকে ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন নির্মাণ, ৭ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা।
- মাটিগাড়া ব্লকে ৬টি, ফাঁসিদেওয়া ব্লকে ৫টি ও নকশালবাড়ি ব্লকে ৩টি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৬ কোটি ১ লক্ষ টাকা।
- বিদ্যুৎ ভোল্টেজের মানোন্নয়ন করার জন্য শিলিগুড়িতে বিদ্যুৎ প্রকল্প, ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা।
- তরাই চা-বাগানে পানীয় জলপ্রকল্প, ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা।

শিলান্যাস

- বানারহাট ব্লকে ৩০ শয্যাবিশিষ্ট গ্রামীণ হাসপাতাল নির্মাণ, ৩০ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা।
- ধূপগুড়ি মহকুমায় ১০০ শয্যাবিশিষ্ট মহকুমা হাসপাতাল নির্মাণ, ২৮ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা।
- মাল থেকে বড়দিঘি পর্যন্ত ৯.২ কিমি রাস্তা সংস্কার, ১৩ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা।
- মাল ব্লকে খালপাড়া জুনিয়র হাইস্কুলের কাছে চাংমারি পিডব্লিউডি পর্যন্ত রাস্তা, ৮ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা।
- জেলার বিভিন্ন ব্লকে ৯টি গ্রে ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প, ৮ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা।
- জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প, ৫ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা।
- ৩৮টি মডেল স্কুল নির্মাণ, ৫ কোটি টাকা।
- রাজগঞ্জ ব্লকের ঠাকুরনগরে ১০ শয্যাবিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ, ৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা।
- জেলার বিভিন্ন ব্লকে ৩৫০টি স্থানে সোলার লাইট স্থাপন, ২ কোটি ২ লক্ষ টাকা।
- ফালাকাটা ব্লকে এথেলবাড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের অ্যাপ্রোচ রোড, ৭ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা।
- কুমারগ্রাম ব্লকে রায়ডাক নদীর বাম তীরের সংরক্ষণের কাজ, ১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা।
- আলিপুরদুয়ার ২ ব্লকের বোরাগাড়ি অঞ্চলে গদাধর নদীবাঁধ সংরক্ষণের কাজ, ৪২ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা।
- আলিপুরদুয়ার পুরসভায় মনোজিত নাগ বাস স্ট্যান্ডের কংক্রিট পেভমেন্ট, ৪০ লক্ষ টাকা।
- শিলিগুড়ি পুরসভা এলাকায় বায়োমাইনিং পদ্ধতিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, ৪৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা।
- বাতাসি মোড় থেকে পূর্ব বোদরা রাস্তা নির্মাণ, ৬ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা।
- অটল চা-বাগান থেকে হাওদাভিটা ভায়া সন্তুগাছ রাস্তা নির্মাণ, ৬ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা।
- ৩১ নং জাতীয় সড়কের মঙ্গলসিং থেকে গেদলাজোট পর্যন্ত রাস্তার মানোন্নয়ন, ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা।
- শিলিগুড়ি বিধাননগর মার্কেটের পরিকাঠামো উন্নয়ন, ৩ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা।
- বিভূতি মণ্ডলের বাড়ি থেকে দিগেন সিংহর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ, ৩ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা।
- আজমাবাদ ফ্যাক্টরি থেকে প্রেমনগর আজমাবাদ টি এস্টেট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ, ৩ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা।
- বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে বুখচালা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ, ৩ কোটি ২১ লক্ষ টাকা।
- মাটিগাড়া ব্লকে পঞ্চনয় নদীর ডান তীর বরাবর সংরক্ষণের কাজ, ৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকা।

হিংসা নয় শান্তি চাই

কেন্দ্রকে কড়া বার্তা

প্রতিবেদন : দেশের এই অশান্ত পরিস্থিতিতে বারবার শান্তির বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের ডাবগ্রামের সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান থেকেও সেই বার্তা রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের গলায়। 'দাঙ্গা নয়, শান্তি চাই। মৃত্যু নয় জীবন চাই' বলেই জানালেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, আমি দাঙ্গা চাই না, শান্তি চাই। দাঙ্গা হলে রাজনীতির লোকেরা রাজনীতি করার সুযোগ পাবে। আমি দাঙ্গা চাই না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, যারা দাঙ্গা করে, তারা দাঙ্গা নিয়ে জন্মায়। তারা মানুষের ভাল চায় না। দাঙ্গা হলে ঘর জ্বলবে, মানুষ মরবে। রাজনীতির লোকেরা রাজনীতি করার সুযোগ পাবে। আমি দাঙ্গা চাই না, শান্তি চাই। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বাংলায় ৪ বছর ধরে টাকা দিচ্ছ না। পাল্টা প্রোগ্রাম তৈরি করে দেখিয়ে দিয়েছি। মানুষকে বঞ্চিত করা ঠিক নয়। যারা কুৎসা করে করতে দিন, যারা অপপ্রচার করে করতে দিন। সোশ্যাল নেটওয়ার্কে আজকাল ফেক ব্যবসা চলছে। বিষাক্ত মনোভাব নিয়ে শুধু টাকা কামানোর উদ্দেশ্যে কিছু মানুষ এই কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টই জানান, যারা ভাল কাজ করে তাদের প্রতি আমার সমর্থন থাকবে। যারা কুৎসা করে, ইচ্ছা করে আগুন লাগানোর চেষ্টা করে, মানুষের মধ্যে বিভেদ লাগানোর চেষ্টা করে আমি তাদের সমর্থন করি না। আমি বিভেদ নয়, ঐক্য চাই। মৃত্যু নয়, জীবন চাই। ধ্বংস নয়, সৃষ্টি চাই। নিজের শরীর সব থেকে বড় সম্পদ। নিজের শরীরের খেয়াল রাখুন। জীবনে লোভ করতে নেই। রাস্তায় চলতে গেলে গর্ত আসবে, এগিয়ে চলুন পেছনে দেখাবার সময় নেই। দুঃখকে জয় করুন।

উত্তরের ৬টি জেলার জন্য পরিষেবা মুখ্যমন্ত্রীর

দিঘার জগন্নাথধাম পৌঁছতে ৬টি ভলভো বাস দিল রাজ্য

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় • শিলিগুড়ি

উত্তরের জেলাগুলো থেকে এবার আরও সহজ দিঘার জগন্নাথ ধামে পৌঁছানো। উত্তরের ছয়টি জায়গা থেকে এবার সরাসরি দিঘায় সরকারি ভলভো বাসের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ির ভিডিও কন গ্রাউন্ড থেকে ছটি বাসের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তরবঙ্গের কথাও আমরা ভাবি। তাই ৬টি ভলভো বাস রাজ্য সরকার করে দিয়েছে যাতে সরাসরি দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে মানুষজন উত্তরবঙ্গ থেকে যেতে পারেন। তাও আবার বিনা ঝঞ্ঝাটে। এর জন্য খরচ হয়েছে ১০ কোটি টাকা। মন্দির উদ্বোধনের পরেই ভক্তদের ভিড় যেন উপচে পড়েছিল। জানা গিয়েছে প্রথম কয়েক দিনেই দর্শনার্থীর সংখ্যা প্রায়

■ মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনের পরই উত্তরের জেলা থেকে যাত্রা শুরু ভলভোর।

১০ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু সকলের কাছে দিঘাযাত্রা সহজ হলেও উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে মন্দির দর্শন অনেকটা সমস্যার। তাই সেই সমস্যা দূর করতে এবার শিলিগুড়ি, মালদা, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং রায়গঞ্জ থেকে প্রত্যেকদিন দিঘার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে ৬টি ভলভো বাস। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের ফলে আশা করা যাচ্ছে যে উত্তরবঙ্গ থেকে সরাসরি দিঘা যাওয়ার বাস চালু হলে আরও ভক্ত সমাগম বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গের মতো উত্তরবঙ্গের মানুষও যাতে দিঘার মন্দির দর্শনে যেতে পারেন, সেজন্য এই উদ্যোগ বলেই জানা গিয়েছে।

বন্যা দুর্গতদের জন্য 'তিস্তাপল্লি' মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন: নদী ভাঙনে তলিয়ে গিয়েছিল মেজুয়া ও লালডং চুমুকডালি এলাকা। আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিল ১৩১ জন মানুষ। তাঁদের মাথার উপর ছাদ তৈরি করে দিয়ে আবারও একবার ত্রাতার ভূমিকায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিস্তা নদীর জলে ভেসে যাওয়া এই দু'টি গ্রামের ১৩১ জন বাসিন্দা পেলেন পাট্টা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই এলাকার নতুন নাম দিলেন তিস্তাপল্লি। মঙ্গলবার ডাবগ্রামে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিস্তার জলে দুটো গ্রাম সম্পূর্ণ ডুবে গিয়েছিল। ১৩১ জনের ঘরবাড়ি চলে গিয়েছিল জলের নিচে আজ তাদের আজ পাট্টা দেওয়া হল। একটা নতুন জায়গা তৈরি করে দেওয়া হল, আমি বলব এই জায়গার নাম দিতে তিস্তাপল্লি। তিস্তা আমাদের অনেক উপকার করে। উত্তরবঙ্গে সারাক্ষণই বন্যা হচ্ছে, নদীভাঙন হচ্ছে। যতটা সম্ভব হবে, টাকায় কুলোবে আমরা করব।

এটা নতুন নয় এর আগেও অসহায়ের সহায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি। কেন্দ্র আবাসের টাকা বন্ধ করলেও রাজ্য নিজের প্রচেষ্টায় গৃহহীনদের ঘর করে দিয়েছে। মাথার ছাদ তৈরি করে দিয়েছে বহু গৃহহীনদের।

উন্নয়নে এক নম্বর বাংলাই

(প্রথম পাতার পর)

সেই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলার বাড়ি প্রকল্প, একশো দিনের কাজের টাকা রাজ্য নিজের পকেট থেকে দিয়েছে।

ম্যাজিশিয়ান নই : এদিকে জিএসটি থেকে প্রাপ্ত টাকাও কেন্দ্র আটকে রেখেছে। কেন্দ্রের সরকার টাকা সংগ্রহ করে আর আমরা সাহায্য করি। এটাই ফারাক। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি তো ম্যাজিশিয়ান নই যে ছুঁয়ে দিলেই টাকা আকাশ থেকে ঝরে পড়বে! টাকা আসতে হয়। কেন্দ্র সেই টাকা আটকে রেখেছে। আবার এখন শিল্পপতিদের উপর কর চাপাচ্ছে কেন্দ্র, তা চলবে না। একটাই কর নিতে হবে। দুটো ট্যাক্স নেওয়া যাবে না।

বাংলা এক নম্বর : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বিরোধিতা করতে গিয়ে সারাক্ষণ রাজ্য সরকারকে গালাগালি দিয়ে যাচ্ছে। বাংলার মানুষ এটা সহ্য করবে না। যারা বাংলায় করে খাচ্ছেন তাঁরা বাংলার উন্নতি চোখে দেখতে পাচ্ছেন না শুধু বাংলাকে গালাগালি দিয়ে যাচ্ছেন। বাংলা এক নম্বর হয়েছে ক্ষুদ্রশিল্পে, একশো দিনের কাজে, গ্রামীণ রাস্তা-সহ বিভিন্ন প্রকল্পে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের হিসাবটা বললে আপনাদের চোখ থেকে জল পড়বে। বাংলায় একলক্ষ কন্যাশ্রী সুবিধা পায়।

শ্রেষ্ঠ জায়গা উত্তরবঙ্গ : উত্তরের জেলার মানুষের জন্য তাঁর বার্তা, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর ছোট, তা ভাববেন না। বাংলার সমস্ত দফতর থেকেই টাকা খরচ হয়। ট্যুরিজমের শ্রেষ্ঠ জায়গা উত্তরবঙ্গ। এখানে কত ভাষার সংমিশ্রণ! সমস্ত কমিউনিটিকে আমরা সম্মান জানাই। সেইমতো হিন্দি ইউনিভার্সিটি করে দেওয়া হয়েছে। রাজবংশীদের জন্য দুশো স্কুল করা হয়েছে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ ও মালদহ থেকে প্রায় ১০ কোটি টাকা খরচ করে ভলভো বাস চালু করা হয়েছে দিঘা থেকে।

ভাষা-ধর্মকে স্বীকৃতি : মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তরবঙ্গের শিল্পকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য উত্তরায়ণের পাশে ১০ একর জমি দিচ্ছি ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারের জন্য। রাজবংশী-কামতাপুরী ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে আমাদের সরকার। পঞ্চানন বর্মাকে সম্মান দিয়েছে আমাদের সরকার। সারি এবং সারনা ধর্মকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কেন্দ্রকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তাঁর সাফ কথা, আদিবাসীদের জমি কেড়ে নিতে দেব না।

কন্যাশ্রী বিশ্বসেরা : তিনি জানান, কন্যাশ্রীর নামে উত্তরকন্যার পাশে একটা গেস্ট হাউস আছে। কন্যাশ্রীর নামে একটা জাহাজ আছে। পৃথিবীর মধ্যে কন্যাশ্রী এক নম্বর। ইউনেস্কো সম্মান দিয়েছে কন্যাশ্রীকে। কন্যাশ্রীর নামে ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়। এবার শিক্ষাশ্রী-মেধাশ্রীর নামে করতে হবে। এছাড়া জলপাইগুড়িতে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গন কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে উত্তরবঙ্গের জন্য নতুন করে জঙ্গল সাফারি করা হয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছে বেঙ্গল সাফারি।

সমাজকে সেবায় স্যালুট : মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দুটো গ্রাম ডুবে গিয়েছিল তিস্তার জলে। লাল ডং ও চুমুক ঢালিতে যাদের ঘরবাড়ি চলে গিয়েছিল, তাদের থাকার একটা জায়গা করে দেওয়া হল। নাম তার 'তিস্তাপল্লি'। তিনি বলেন, আগে মানুষ তৈরি করা দরকার। শুধু ডিগ্রি হলে সব হয় না। ডিগ্রি তখন কার্যকর হয়, যখন সেটা মানুষের সামাজিক কাজে, শিক্ষার কাজে লাগে, মনুষ্যত্বের কাজে ব্যবহার হয়। যাদের মেধা রয়েছে সমাজকে সেবা দেয়, আমি তাদের স্যালুট জানাই।

কথা দিলে কথা রাখি : বিজেপিকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটা দল নির্বাচন এলেই বড় বড় কথা বলে। নির্বাচনের আগে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আমরা চারটে কথা বলেছিলাম। খাদ্যসাথী, দুয়ারে রেশন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আর স্টুডেন্টদের জন্য স্মার্ট কার্ড— সব করে দিয়েছি। আমরা কথা দিলে কথা রাখি। যারা হিংসা করে, তারা মানুষের ভাল চায় না। রাজনীতি করার লোকেরা রাজনীতি করার সুযোগ পাবে। আমি হিংসা চাই না, আমি শান্তি চাই।

দুয়ারে খাদ্যসামগ্রী, দশটি সুফল বাংলার মোবাইল ভ্যানের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

আর্থিকা দত্ত • জলপাইগুড়ি

দেশের এই অস্থির পরিস্থিতিতে যাতে কেউ কালো বাজারি করতে না পারে, সে কারণে আরও সুফল বাংলার স্টল বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার উত্তরবঙ্গে আরও দশটি সুফল বাংলার মোবাইল ভ্যান আউটলেটে উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার ডাবগ্রামে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান থেকে ভ্রাম্যমাণ গাড়িগুলির উদ্বোধন করেন তিনি।

সাধারণ মানুষের কাছে আরও সহজে স্বল্প মূল্যে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ। সুফল বাংলার এই ভ্রাম্যমান গাড়িগুলি এবার পৌঁছে যাবে জেলার বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে। মুখ্যমন্ত্রী দেওয়া একের পর এক চমকের মধ্যে অন্যতম ছিল সুফল বাংলার ভ্রাম্যমাণ গাড়ি। রাজ্যে উৎপাদিত চাষিদের ফসল যাতে অতি সহজে রাজ্যের প্রতিটা মানুষের কাছে পৌঁছে যায় তার জন্য রাজ্য

■ সবুজ সংকেতে মোবাইল ভ্যানের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর।

সরকার সুফল বাংলা উদ্যোগকে যে আরও বড় আকারে তুলে ধরতে চাইছে, এর প্রমাণ মিলে আবারও। আর এই উদ্দেশ্যেই নয়া উদ্যোগ নেয় স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, এর আগে রাজ্য সরকারের উদ্যোগেই যে কটি সুফল বাংলার গাড়ি পৌঁছে যেত মানুষের দুয়ারে দুয়ারে তাদের থেকে যা সাফল্য মিলেছে, তার থেকেই মাননীয় এই উদ্যোগ সাধারণ মানুষের কথা ভেবে। এদিন মোট ১০টি ভ্রাম্যমাণ সুফল বাংলার গাড়ি কৃষি উৎপাদন সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ভ্রাম্যমাণ এই গাড়িগুলি জেলার বিভিন্ন প্রান্তের চাষিদের কাছ থেকে ফসল সংগ্রহ করবে এবং সেই ফসল গাড়ি করে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে। এদিন গাড়ি পেয়ে খড়িবাড়ি মাতৃভূমি কৃষি উৎপাদন সংস্থার সদস্য রাহুল মন্ডল বলেন, এই ভ্রাম্যমান গাড়ি অতি সহজেই খুব স্বল্পমূল্যে স্বল্প সময়ে চাষীদের ফসল আদান-প্রদানে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। চাষিরা তাদের ফসল সরাসরি সরকারের হাতে তুলে দিতে পারবেন এবং সেই ফসলও সাধারণ মানুষ তার ঘরের সামনে থেকেই পেয়ে যাবে অতি সহজে এবং ন্যায্যমূল্যে।

চন্দননগর পুলিশের জালে তিন মোবাইল চোর। রবিবার রাতে অভিযান চালিয়ে তাদের পাকড়াও করে পুলিশ। উদ্ধার শতাধিক মোবাইল। ধৃতেরা জামুরিয়ার বাসিন্দা

শাকসবজির দর-দাম নিয়ন্ত্রণে নজরদারি

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বাজারে জারি টাস্কফোর্সের অভিযান

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই কলকাতার বিভিন্ন বাজারে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে রাজ্য সরকার গঠিত টাস্কফোর্স। বাজারে মাছ-সবজি-সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দামে নজরদারিতে রাজ্য সরকারের গঠিত টাস্কফোর্স ও এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা মঙ্গলবার কলকাতার মানিকতলা ও বাগমারি বাজারে যৌথ অভিযান চালায়। ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সঙ্গে জিনিসপত্রের দাম এবং ওজন নিয়ে তারা কথা বলেন। খুঁটিয়ে দেখা হয় শাকসবজি, মাছ, ডিম, মশলা ও ফলের দাম। টাস্কফোর্সের সদস্যরা জানান, বাজার পরিদর্শনের সময় বিক্রেতারা একটি নির্দিষ্ট দাম বললেও পরিদর্শনের পরপরই অনেক ক্ষেত্রে দাম বেড়ে যাচ্ছে। এই প্রবণতা রুখতেই প্রশাসন কঠোর নজরদারি চালাচ্ছে। টাস্ক ফোর্সের সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে জানান, যুদ্ধ পরিস্থিতির ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে দামের ঊর্ধ্বগতি হয়েছে ঠিকই, তবে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যের অভ্যন্তরে বাজারে মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে না চলে যায়, সে-বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে বিভিন্ন বাজারে ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালানো হচ্ছে। আরেক সদস্য কমল দে জানান, এই অভিযান বিক্রেতাদের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য নয়, বরং বাজারে যাতে স্বাভাবিক দাম বজায় থাকে, সেজন্যই তৎপরতা। তিনি বলেন, বাজার পরিদর্শনের ফলে দাম অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হচ্ছে।

■ বাজারদর খতিয়ে দেখতে মানিকতলা বাজারে রবীন্দ্রনাথ কোলে-সহ টাস্কফোর্সের প্রতিনিধিরা। মঙ্গলবার।

মানিকতলা বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সহ-সম্পাদকও জানান, ইবি এবং ব্যবসায়ী সমিতির যৌথ উদ্যোগে বাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত তদারকি চালানো হয়। ফলে মানিকতলা বাজারে তুলনামূলকভাবে অন্যান্য বাজারের তুলনায় দাম অনেকটাই স্থিতিশীল থাকে। এদিন মানিকতলা বাজারে অভিযান শেষ করার পর টাস্ক ফোর্সের দল বাগমারি বাজারেও যান। সেখানেও সমস্ত পণ্যের দাম ও বাজার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান চলবে, যাতে সাধারণ মানুষ স্বস্তিতে কেনাকাটা করতে পারেন এবং কোনওভাবেই মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা অযৌক্তিক দামের সুযোগ না নিতে পারেন।

যারা সেদিন মঞ্চে ছিল, তারাই এখন চাকরি খাওয়ার রাজনীতি করছে

প্রতিবেদন : একদিকে চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন মঞ্চে গিয়ে সহানুভূতি দেখানো, আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যখন তাঁদের চাকরি দিচ্ছে তখন মামলা করে তা আটকানোর চেষ্টা। এটাই হল সিপিএমের আসল চেহারা। এই ভাষাতেই মঙ্গলবার সিপিএমের মেকি সহানুভূতির পর্দাফাঁস করল তৃণমূল। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এদিন সাংবাদিকদের সামনে একের পর ছবি তুলে ধরেন। দেখা যায় কোনও ছবিতে সুজন চক্রবর্তী, কোনওটায় ফিরদৌস শামিম, কোনওটায় কলতান দাশগুপ্তরা রয়েছেন চাকরিপ্রার্থীদের ধরনামঞ্চে। তাঁদের ছবি দেখিয়ে কুণাল বলেন, এ-দুটো একসঙ্গে কীভাবে চলতে পারে? মঞ্চে গিয়ে তাঁরা বলছেন তোমরা যোগ্য, তোমাদের চাকরি হওয়া উচিত। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন তাঁদের চাকরি দিচ্ছেন

তখন তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করছে, এই হচ্ছে সিপিএম, এটাই ওদের আসল চরিত্র। এটা আসলে বিচার ব্যবস্থার অবমাননা। সাধারণ গরিব মানুষের সঙ্গে যদি এই দ্বিচারিতা হয় তাহলে মানুষ কোথায় যাবে? কখনও এক পক্ষের মামলা লড়তে যাচ্ছেন, আবার যখন সরকার চাকরি দিতে চাইছে তখন অন্য পক্ষের হয়ে আদালতে দাঁড়িয়ে পড়ছেন এঁরাই। এ কেমন দ্বিচারিতা!

এ-প্রসঙ্গে কুণাল আরও বলেন, এসএলএসটি শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার প্রার্থীদের ওই ঘটনায় আদালত অবমাননা হয়েছে কিনা তা আদালত ঠিক করবে। আমি অন্তত কিছু করিনি সেটা বলতে পারি। আদালত চত্বরে এই ছেলেগুলি যদি বিক্ষোভ করে থাকে, যদি কোনও বিচারপতিকে আপত্তিকর কিছু বলে থাকে, তা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। আমি কোনও অবস্থায় এসব সমর্থন করি না। কিন্তু আইনজীবীদের এই দ্বিচারিতা নিয়ে কী বলবেন? জানি তাঁদের পেশাগত স্বাধীনতা আছে। কিন্তু নৈতিক স্বাধীনতা আছে কি, প্রশ্ন তোলেন কুণাল। বিকাশ ভট্টাচার্য ফিরদৌস শামিমদের নিশানা করে তিনি বলেন, আমাদের বিরুদ্ধে রুল জারি হয়েছে। আমরা আইনি পথে তার পরবর্তী পদক্ষেপ নেব। কিন্তু সিপিএমের এই দ্বিচারিতাও এখানে জনসমক্ষে আনা দরকার। লোকে জানুক, তারা কীভাবে চাকরি প্রার্থীদের ভুল বোঝাচ্ছে।

উত্তরে বৃষ্টি দক্ষিণে অস্বস্তি

প্রতিবেদন : উত্তরের জেলায় বাড়বে বৃষ্টি। কিন্তু দক্ষিণে বজায় থাকবে অস্বস্তি। একটু-আধটু বৃষ্টি হলেও কলকাতায় তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। উত্তরের জেলাগুলোতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার বেগে প্রতি ঘণ্টায়। কালবৈশাখীর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং দার্জিলিংয়ের কিছু অংশে। দক্ষিণের জেলাগুলোতে সকালের দিকে মেঘ থাকলে বেলা বাড়লে রোদের তেজ বাড়বে। ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড় ও বাতাসের সম্ভাবনার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আগামী শুক্রবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টি হবে। মৌসুমি বায়ু উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের দিকে এগিয়ে আসবে। এর জেরেই ঝড়-বৃষ্টি হবে।

বহাল স্থগিতাদেশ

প্রতিবেদন : সিঙ্গেল বেঞ্চের অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করল না ডিভিশন বেঞ্চ। উচ্চপ্রাথমিকে শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষা বিষয়ে সুপার নিউমেরারি বা অতিরিক্ত শূন্যপদে এখনই কোনও নিয়োগ করা যাবে না। সিঙ্গেল বেঞ্চের স্থগিতাদেশ বহাল রেখেই মঙ্গলবা এই কথা জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্মিতা দাস দে এবং বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ।

নেওয়া হচ্ছে আইনি পরামর্শ : ব্রাত্য

প্রতিবেদন : সুপ্রিম কোর্টে এখনও ঝুলে রয়েছে ওবিসি সংরক্ষণ মামলা। এর জেরে স্নাতক স্তরে বন্ধ রয়েছে ভর্তি প্রক্রিয়া। আতান্তরে পড়েছেন পড়ুয়ারা। তবে এই বিষয়ে আইনজ্ঞদের পরামর্শ চাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি আরও জানান, এ বিষয়ে সব কলেজের অনলাইন পোর্টাল একইসঙ্গে খুলবে। আমরা এ বিষয়ে আইনি পরামর্শ চেয়েছি। আশা করি খুব শীঘ্রই সেই পরামর্শ পাব। এদিকে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও। যাদবপুরে লাইব্রেরি সায়েন্সের ভর্তির তারিখ ঘোষণা করা হলেও তা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রত্যাহার করা হয়েছে। এদিকে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষা নিয়োগ কর্তৃপক্ষ কী সিদ্ধান্ত নেয় সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে পড়ুয়ারা।

■ বারাসত পুরসভার ২৮ নং ওয়ার্ডে কাউন্সিলর চৈতালী ভট্টাচার্যের উদ্যোগে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা বাড়ি গিয়ে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত ২২ জন সেনাকর্মীকে সংবর্ধনা জানালেন।

■ পুর-কর্তৃপক্ষের আয়োজনে কলকাতা পুরসভা চত্বরে জরুরিকালীন ভিত্তিতে ফায়ার মকড্রিল। মঙ্গলবার।

ঘোড়ামারা দ্বীপ পরিদর্শনে জেলা প্রশাসন

প্রতিবেদন : বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে গবেষণার জন্য উল্লেখযোগ্য স্থান হিসাবে পরিচিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঘোড়ামারা দ্বীপ। যা ক্রমশ নদীগর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে আতঙ্কে অন্যত্র চলে গিয়েছে বহু মানুষ। বর্তমানে বাস করেন মাত্র সাড়ে ৪ হাজার জনজাতি। সোমবার তাঁদের জনজীবনের হালহকিকৎ খতিয়ে দেখল জেলা প্রশাসন। পরিদর্শক দলে ছিলেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্ত, অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) সৌমেন পাল-সহ কর্তারা। সঙ্গে ছিলেন ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, অন্য জনপ্রতিনিধিরাও। সবুজ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় সম্প্রতি রাজ্যস্তরে পুরস্কার পেয়েছে এই গ্রাম পঞ্চায়েত। এদিন জেলাশাসক খতিয়ে দেখেন বাংলার বাড়ি প্রকল্পের টাকা পাওয়া দুই উপভোক্তার নির্মাণকাজ। এখানকার বেশিরভাগ পরিবার কাঁচা বাড়িতে বসবাস করেন। তাঁরাও যাতে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের মাধ্যমে নিজস্ব পাকা ঘর পান, সেই আশ্বাস দেন পরিদর্শনকারী দল। প্রশাসন সূত্রে খবর, ঘোড়ামারার বাঁধের অংশটি প্রায় ৭.৫ কিমি। পূর্ব দিকের বাঁধে ভাঙন দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি সেচ বিভাগ ৪৫০ মিটার বাঁধ পুনর্নির্মাণের জন্য একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। সেচ বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাঁধ পরিদর্শন করেন প্রতিনিধি দল। অবশিষ্ট বাঁধের কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করার নির্দেশ দেন জেলাশাসক।

■ ঘোড়ামারা দ্বীপে জেলাশাসক সুমিত গুপ্তের নেতৃত্বে পরিদর্শনকারী দল।

এই পঞ্চায়েতের প্রতিটি বাড়িতেই পৌঁছে গিয়েছে পরিশুদ্ধ পানীয় জল। এছাড়াও প্রতিটি নলকূপের অতিরিক্ত জল সংগ্রহের জন্য তৈরি করা হয়েছে পাতকুয়া। এদিন জল সংরক্ষণ ও জলের অপচয় রোধে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত ভাঙন কবলিত এই দ্বীপ। এলাকার বসবাসকারী মানুষ সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা ঠিক ভাবে পাচ্ছেন কিনা তা আমরা খতিয়ে দেখলাম। তাদের সঙ্গে কথা হল। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ ও অগ্রগতিও দেখেন তাঁরা। তাঁর আশ্বাস, দ্বীপের জীবন জীবিকা আরও উন্নত করার জন্য রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

21 May, 2025 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

বর্ধমানে দুটি সমবায় সমিতির নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় তৃণমূলের

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমান দু'নম্বর ব্লকের গোবিন্দপুর অঞ্চলের হাটগোবিন্দপুর সমবায় সমিতি ও সোনাকুর সমবায় সমিতি নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পেল তৃণমূল কংগ্রেস। সোনাকুর সমবায় সমিতিতে মোট সদস্য নয়জন ও হাটগোবিন্দপুর সমবায় সমিতিতে সদস্য ৬১ জন। মঙ্গলবার এই দুই সমবায় সমিতি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল। কিন্তু তৃণমূল ছাড়া বিরোধী দলগুলোর পক্ষে কেউই মনোনয়নপত্র দাখিল না করায় দুটি সমবায় সমিতির নির্বাচনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করল তৃণমূল। এদিন এই সমবায় নির্বাচনকে ঘিরে তীব্র কৌতূহল ছিল চোখে পড়ার মতো। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দু'নম্বর ব্লকের সভাপতি পরমেশ্বর কোনার, পঞ্চায়েতের সমিতির সহসভাপতি দেবদীপ রায়, ব্লক যুব সাধারণ সম্পাদক অভিষেক পাঁজা, উপপ্রধান শান্তনু মালিক, গোবিন্দপুর অঞ্চল সভাপতি বুদ্ধদেব নায়েক প্রমুখ। পরমেশ্বর জানিয়েছেন, কৃষি ও কৃষকদের স্বার্থে এই দুই সমবায় সমিতি ভাল কাজ করে চলেছে। এলাকার সমস্ত কৃষকই উপকৃত হচ্ছেন। আগামী দিনে আরও যাতে ভালভাবে কাজ করা যায় সেজন্য তিনি নির্বাচিত কমিটিকে নির্দেশ দেবেন।

■ জয়ের পর তৃণমূল প্রার্থীদের উল্লাস।

তমলুক-দুর্গাপুরে নয়া কোর কমিটি আইএনটিটিইউসি-র

প্রতিবেদন : পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক ও পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে আইএনটিটিইউসি-র কোর কমিটি গঠন করল তৃণমূল। সর্বভারতীয় তৃণমূল চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দুই সাংগঠনিক জেলায় আইএনটিটিইউসি-র কোর কমিটি গঠন করা হয়। মঙ্গলবার দলের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে নতুন কোর কমিটির সদস্যদের নাম প্রকাশ করা হয়। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকদিন আগেই এই দুই জেলায় নতুন কমিটি গঠনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেইমতোই আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেয়ারপার্সন করে কোর কমিটি তৈরি করা হয়েছে দুই জেলায়। তমলুকের কোর কমিটিতে রয়েছেন অস্তিক চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ দে, অসীম মাজি, শঙ্কর দণ্ডপাট, শ্যামল মাইতি, সুদীপ্ত ভক্ত, শেখ আলমগির ও আলম জিলানি। একইভাবে দুর্গাপুরের আইএনটিটিইউসি কোর কমিটিতে রয়েছেন মানস অধিকারী, রাজেশ কোনার, ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সুশান্ত রায়, লিটন সরকার, অভিষেক দে, হরদীপ সিং ওরফে বান্টি, দেবব্রত কেশ, পূর্ণানন্দ চট্টরাজ, শেখ আমিনুর রহমান ও আকবর আলি।

হোটেল-মালিককে খুনের চেষ্টা, ধৃত তিন মত্ত পর্যটক

সংবাদদাতা, দিঘা : মদ খেয়ে পাশের হোটেলের মালিককে বেধড়ক মারধর করে খুনের চেষ্টার অভিযোগে পুলিশের হাতে গ্রেফতার তিন পর্যটক। সোমবার রাতে, নিউ দিঘার এক বেসরকারি হোটেলে। ধৃতেরা বিহারের সিদ্ধার্থপুরের অঙ্কিত কুমার, উত্তর ২৪ পরগনার নোয়াপাড়ার নবীন চৌধুরি ও হুগলির শ্রীরামপুরের উমাশঙ্কর দাস। তারা একটি গানবাজনার দলের সঙ্গে যুক্ত। জানা গিয়েছে, গত রবিবার সাতজনের একটি দলের সঙ্গে তারা দিঘায় বেড়াতে আসে। নিউ দিঘার এক বেসরকারি হোটেলে উঠেছিল। সোমবার গভীর রাতে হোটেলের ঘরে মদ্যপানের আসর বসায়। মত্ত অবস্থায় জানলা দিয়ে একটি প্লেট ছুঁড়ে দেয়। সেটি পাশের হোটেলের মালিকের পায়ে লাগে। আহত হন কলকাতার বড়বাজারের বাসিন্দা প্রদীপ ঘোষ (৫৭)। তিনি প্রতিবাদ করলে দু'পক্ষে প্রবল বচসা থেকে হাতাহাতিতে গড়ায়।

বিপর্যস্ত সিগন্যাল, দুশোরও বেশি ট্রেন বাতিলে ভোগান্তি

প্রতিবেদন : আধুনিকীকরণের নামে প্রাপ্তি লবডঙ্কা! এত আধুনিকীকরণের ধাক্কায় দু-একদিন পরপরই বিপর্যস্ত হচ্ছে সিগন্যালিং সিস্টেম। যান্ত্রিক গোলযোগে শিকেয় উঠছে ট্রেন চলাচল। ফল ভুগতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। নিত্য অফিস যাতায়াতে কালঘাম ছুটছে যাত্রীদের। সোমবার থেকে যেমন সাঁতরাগাছি রেল ইয়ার্ডে নন-ইন্টারলকিং সিগন্যাল সিস্টেমে গোলযোগ কাটছেই না। গতকাল সাঁতরাগাছি স্টেশনে নবনির্মিত ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমে প্রযুক্তিগত ত্রুটিতে ভেঙে পড়ে রেল পরিষেবা। সকাল থেকে ১০-১৫ ঘণ্টা লেটে ছেড়েছে একাধিক ট্রেন। মঙ্গলবারও সেই সমস্যার সমাধান করতে পারেনি দক্ষিণ-পূর্ব রেল। যেহেতু হাওড়া-খড়্গপুর ডিভিশনের বেশিরভাগ এক্সপ্রেস ট্রেনই সাঁতরাগাছি হয়ে যায়, তাই মুম্বই, বেঙ্গালুরু, সেকেন্দ্রাবাদ, চেন্নাইগামী একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন নির্ধারিত সময়ে ছাড়েনি। চরম ভোগান্তির শিকার হাওড়া-খড়্গপুর শাখার যাত্রীরা। বাতিল করতে হয়েছে প্রায় ২০০টি লোকাল-এক্সপ্রেস ট্রেন। বারবার ট্রেন ছাড়ার সময় বদলের জেরে যাত্রীদের ভিড় বাড়ছে হাওড়া স্টেশনে। কখন ট্রেন ছাড়বে, আদৌ ছাড়বে তো? তৈরি হয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা। হাওড়ার নিউ কমপ্লেক্সে পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন হয়েছে র‍্যাফও। ৩০ এপ্রিল থেকে ১৮ মে সাঁতরাগাছিতে ইন্টারলকিং ও নন-ইন্টারলকিংয়ের কাজের জন্য প্রতিদিনই ট্রেন বাতিল করেছে রেল। বলা হয়েছিল, যাত্রীদের উন্নত পরিষেবা দিতে এই পদক্ষেপ। রবিবার কাজ শেষের পর সোমবার থেকেই ফের ভেঙে পড়েছে ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা। কবে স্বাভাবিক হবে, কেউ জানে না।

■ হাওড়া স্টেশনে অপেক্ষারত যাত্রীদের ভিড়। মঙ্গলবার।

নয়া রিপোর্ট

প্রতিবেদন : আরজি কর-কাণ্ডে দিল্লির সিএফএসএল রিপোর্টকে চ্যালেঞ্জ নির্যাতিতার বাবা-মায়ের। তাঁদের তরফে ডিএনএ বিশেষজ্ঞ পার্থপ্রতিম মজুমদার একটি নতুন রিপোর্ট জমা দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টে। যেখানে দাবি করা হয়েছে, ধর্ষণ-খুনে মূল দোষী সাব্যস্ত হওয়া সঞ্জয় রাই ছাড়াও ঘটনার সময় আরও এক মহিলা ক্রাইম সিনে উপস্থিত ছিলেন। এমনকী, অন্য পুরুষের উপস্থিতিও উড়িয়ে দেওয়া যায় না বলে দাবি। হাইকোর্ট আগামী শুনানিতে ওই ডিএনএ বিশেষজ্ঞের মতামত জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট।

■ পর্বতারোহী সাংবাদিক অভিযাত্রীদের অনুষ্ঠানে ক্যালকাটা প্রেস ক্লাবে সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হন রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার।

ক্লোজ এসআই

প্রতিবেদন : বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়েতে লরি আটকে তোলাবাজির অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে। বরানগর থানার এসআই পুলকেশ পাত্র ও এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে হাতেনাতে ধরে ফেলে তাঁদের হাতজোড় করে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করলেন অভিযোগকারী মহিলা। সেই ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। অভিযোগ খতিয়ে দেখে দ্রুত কড়া পদক্ষেপ নিল বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট। অভিযুক্ত এসআইকে পুলিশ লাইনে ক্লোজ করা হয়েছে। ছুটিতে পাঠানো হয়েছে সিভিক ভলান্টিয়ারকেও।

■ কাজ না করলে পদ ছেড়ে দিন, নতুনদের জায়গা করে দিন। সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে বললেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। মঙ্গলবার, বনগাঁর নীলদর্পণ অডিটোরিয়ামে, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সাংগঠনিক সভায়। ছিলেন জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি নারায়ণ ঘোষ, পুরপ্রধান গোপাল শেঠ প্রমুখ।

কড়া এনআরএস

প্রতিবেদন : চিকিৎসকদের হাজিরা-সহ আটটি বিষয়ে অনিয়মের অভিযোগে এনআরএস হাসপাতালকে শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছিল জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন। নির্ধারিত সময়ে তার জবাব দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের হাজিরা ও ছুটি নিয়ে কড়া নির্দেশিকা জারি করল তারা। অধ্যাপক, চিকিৎসক, রেসিডেন্ট চিকিৎসক-সহ সবাইকে ডিউটির শুরুতে বায়োমেট্রিকে হাজিরা দেওয়া বাধ্যতামূলক। না হলে গরহাজির দেখানো হবে। খুব জরুরি না হলে অনলাইনে ছুটির অগ্রিম আবেদন করতে বলা হয়েছে চিকিৎসকদের।

■ হাওড়া জেলা (সদর) তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে এবারের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে জেলার কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা। ছিলেন বিজন সরকার, বনশ্রী তলাপাত্র, কল্যাণ ঘোষ, ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী প্রমুখ।

করিমপুরে বাস-মারুতি সংঘর্ষে মৃত পাঁচ

সংবাদদাতা, নদিয়া : কৃষ্ণনগর করিমপুর রাজ্য সড়কে মুখোমুখি বাস ও মারুতি ভ্যানের সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, সকাল ৬টা ৩৫ নাগাদ করিমপুরের আগে কাঁঠালিয়া মোড়ে কৃষ্ণনগর থেকে করিমপুরগামী বাসের সঙ্গে করিমপুর থেকে কৃষ্ণনগরগামী মারুতি ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। পুলিশ এসে উদ্ধারকাজ করে তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা পাঁচজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মারুতি ভ্যানে থাকা সব আরোহী মারাত্মকভাবে আহত হন। দু'জন ঘটনাস্থলেই মারা যান। বাসচালকের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সন্ধ্যা নামতেই শহর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মদ্যপ বাইকচালকের দল। বালুরঘাটে আটক বেশ কয়েকজন যুবক। বাজেয়াপ্ত গাড়িও। আটকদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে

আমার বাংলা
21 May, 2025 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

ঝড়ে বিপর্যস্ত

■ গত তিনদিন ধরে চলছে প্রবল ঝড়বৃষ্টি। মঙ্গলবার প্রবল ঝড়ে ভেঙে পড়ল বিশালাকৃতির একটি আমগাছ। অল্পের জন্য দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন পথচারীরা। রায়গঞ্জ ব্লকের ১৩ নম্বর কমলাবাড়ি (১) গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চণ্ডীতলা এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ওই সময় এলাকার বাসিন্দা শিক্ষক প্রদীপকুমার বিশ্বাসের বাড়ির সামনে থাকা ৩৫ বছরের পুরনো একটি আম গাছের উপর বাজ পড়ে। গাছটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। গাছটির বড়সড় অংশ ভেঙে পড়ে রাস্তার ওপর। ওই সময় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল একটি গাড়ি। গাছটি গাড়ির উপর ভেঙে পড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গাড়ির ছাদের অংশ। গাড়ির ভিতরে থাকা চালক কিংবা যাত্রীরা যদিও আহত হননি। একটি বিদ্যুতের খুঁটিও ছিঁড়ে পড়ে। এই ঘটনার জেরে ওই রাস্তা পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রায় এক ঘণ্টা যাতায়াত বন্ধ থাকে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ায় বিপজ্জনক পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে। খবর পেয়ে তৎপরতার সাথে সেখানে ছুটে আসেন পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা। পঞ্চায়েতের তৎপরতায় ভেঙে পড়া গাছের ডালপালা কেটে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

মালদহে জব ফেয়ার

■ মালদহ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল জব ফেয়ার মেলা। মালদহ পলিটেকনিকে কলেজে অনুষ্ঠিত হয় জব ফেয়ার মেলা। উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলা অতিরিক্ত জেলাশাসক সেখ আনসার আমহেদ, জেলা শিল্প কেন্দ্রের আধিকারিক মানবেন্দ্র মন্ডল, পলিটেকনিক কলেজের অধ্যক্ষ স্নেহাশিস কুন্ডু প্রমুখ। এদিনের জব ফেয়ারে জেলা ও জেলার বাইরে থেকে বিভিন্ন শিল্পপতিরা অংশগ্রহণ করেন। সেই সমস্ত কারখানায় কাজের জন্য মালদহ পলিকেটনিক, আইটিআই-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উত্তীর্ণ হওয়া ছেলেমেয়েরা তাদের নাম রেজিস্ট্রেশন করেন। কাজের জন্য আবেদন জানায়। সেখানেই তাদের বিভিন্ন বেতনক্রমের ভিত্তিতে কাজের ব্যবস্থা করা হয় বলে জানা গেছে। মালদাহ জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন যুবক যুবতীরা।

নয়া তালিকায় স্কুল

■ কো-এডুকেশন স্কুলের তালিকায় যুক্ত হল ধীরেন্দ্রনাথ সাহা বিদ্যাভবন। মালদহ শহরের মহেশমাটি এলাকায় ধীরেন্দ্রনাথ সাহা বিদ্যাভবন অবস্থিত। এবছর থেকেই ধীরেন্দ্রনাথ সাহা বিদ্যাভবনে ছেলেদের সঙ্গে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির সুযোগ পেল মেয়েরাও। এই সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই সোমবার স্কুলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানের শুরুতেই ধীরেন্দ্রনাথ সাহা কো-এডুকেশন চালুর উদ্যোগ নিয়েছিলেন কাউন্সিলর নিবেদিতা কুন্ডু।

রক্ষা যাত্রীদের ■ বিঘ্ন রেল পরিষেবায়

গাইসালে ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : একে ট্রেন চলে দেরিতে, যখন-তখন বাতিল হয়। পরিষেবা তলানিতে। সেই সময় গাইসালে চলন্ত ট্রেনের গার্ড ইঞ্জিনে আগুন যাত্রিবাহী মালদহ-শিলিগুড়ি ডেমো ট্রেনে। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন দ্রুত গিয়ে নিয়ন্ত্রণে আনায়, বড়সড় দুর্ঘটনার থেকে রক্ষা পেলেন যাত্রীরা। মঙ্গলবার দুপুরের ঘটনা,উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের কাছে গাইসাল স্টেশন ছাড়ার আগে। এর জেরে বেশ কিছু ট্রেন আটকে পড়ে। একাধিক এক্সপ্রেস ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ে।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, দুপুর প্রায় ২টো নাগাদ আপ মালদহ-শিলিগুড়ি ডেমো ট্রেনটি গাইসাল স্টেশনে ছাড়ছিল। গার্ড হঠাৎ খেয়াল

করেন ইঞ্জিন অত্যন্ত গরম। তারপরই তিনি ইঞ্জিনের ভিতরে আগুন দেখতে পান। প্ল্যাটফর্ম ছাড়ার পরই চালক দ্রুত ট্রেনটি থামিয়ে দেন। ততক্ষণে ইঞ্জিন দিয়ে গলগল করে কালো ধোঁয়া বেরোতে শুরু করেছে। আতঙ্কে যাত্রীদের অনেকে ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েন।

আগুনের খবর পেয়েই রেল পুলিশ ও আধিকারিকরা দ্রুত চলে আসেন। খবর দেওয়া হয় দমকলে। ততক্ষণে ইঞ্জিনের সামনের অংশে দাউদাউ আগুন। যাত্রীদের দ্রুত নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বিপদ এড়াতে ওভারহেড তারের বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। ওই লাইনে সাময়িক বন্ধ করে দেওয়া হয় ট্রেন চলাচল।

কিসানগঞ্জ রেল পুলিশের ইনস্পেক্টর এইচ কে শর্মা বলেন, যাত্রীরা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। কামরায় আগুন লাগেনি। পিছনের দিকের গার্ড ইঞ্জিনে আগুন লাগে। কর্মীদের তৎপরতায় দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। কীভাবে ওই ইঞ্জিনে আগুন লাগল, সেটি স্পষ্ট নয়। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

প্রসূতিদের সচেতন করে পুরস্কার জিতল গ্রামীণ হাসপাতাল

সংবাদদাতা, মালদহ : বাড়িতে প্রসব নয়। হাসপাতালে যেতে হবে। সময় মত নিতে হবে চিকিৎসকের পরমার্শ। প্রসূতিদের হাসপাতালমুখী করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে আরএনরায় গ্রামীণ হাসপাতাল। প্রত্যন্ত এলাকার প্রসুতিদের হাসপাতালমুখী করে বিশেষ পুরস্কার পেল হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডী আরএনরায় গ্রামীণ হাসপাতাল। এই হাসপাতালের সৌজন্যে আদিবাসী

হাসপাতালের প্রতিনিধির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে শংসাপত্র।

অধ্যুষিত হবিবপুর ব্লকে প্রসুতিদের বাড়িতে প্রসবের ঘটনা ক্রমশই কমেছে। গর্ভবতী মহিলাদের হাসপাতালমুখী করার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় কাজ করেছে ব্লক স্বাস্থ্য প্রশাসন। যার স্বীকৃতি স্বরূপ মালদহ জেলা প্রশাসনের তরফে পরিষেবা প্রদান ও সম্মাননা জ্ঞাপন পুরস্কার পেয়েছেন হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচণ্ডী গ্রামীণ হাসপাতাল। এই পুরস্কারপ্রাপ্তির আনন্দে মঙ্গলবার এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বুলবুলচণ্ডী গ্রামীণ হাসপাতালে। ছিলেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বাবর আলি, আশাকর্মী, হাসপাতালের এএনএম ও সেকেন্ড এএনএম প্রমুখ। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সকলকে নিয়ে পুরস্কারপ্রাপ্তির আনন্দ উদযাপন করেন। পাশাপাশি মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

সেতু হস্তান্তরে কেন্দ্রের টালবাহানায় বাড়ছে বিপদ

অপরাজিতা জোয়ারদার ● রায়গঞ্জ

সেতু হস্তান্তরে টালবাহানা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের। রাজ্য পূর্ত দফতরকে হস্তান্তর করেনি কুলিক নদীর সেতু। এর জেরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন স্থানীয়রা। উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ শহরে কুলিক নদীর ওপরের সেতুটি এক সময় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা রায়গঞ্জ শহরের মধ্যস্থ এই কুলিক সেতু আগে এই সেতু বিস্তৃত ছিল ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর। কিন্তু বেশ কিছুদিন বছর ধরেই ১২ নম্বর জাতীয় সড়ককে বাইপাস দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক আর নেই। দীর্ঘদিন থেকে এই রাস্তাটি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ রাজ্য পূর্ত দফতরকে হস্তান্তর না করায় রাস্তার সংস্কার বন্ধ। বর্তমানে এই সেতুর উপরে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। গাড়ি যাতায়াত করলেই সেতু ভেঙে পড়ার আতঙ্ক গ্রাস করে সাধারণ মানুষকে। ভয়াবহ অবস্থার এই সেতুতে রয়েছে অজস্র ফাটল। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলছে যাত্রিবাহী বাস, মাল বোঝাই লরি-সহ হাজার হাজার মানুষ। সেতুটি অবিলম্বে সংস্কার করার দাবি জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ। পূর্ত দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জয়ন্ত চক্রবর্তী জানান, এই রাস্তাটি এখনও পর্যন্ত পূর্ত দপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়নি। এটা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের অধীনে রয়েছে। তাই বর্তমানে এই রাস্তা সংরক্ষণের দায়িত্ব জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের। রাস্তাটি পূর্ত দফতরের অধীনে এলে দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে বলেও জানান তিনি।

রাজ্যের উদ্যোগে তৈরি মাখনার খই প্রস্তুতকারী কেন্দ্র

■ পরিদর্শনে নীতিন সিঙ্গানিয়া।

সংবাদদাতা, মালদহ : মাখনা চাষীদের পাশে দাঁড়াল রাজ্য সরকার। মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর বাজার এলাকায় তৈরি হচ্ছে মাখনা থেকে খই প্রস্তুতকারী কেন্দ্র। অত্যাধুনিক মেশিন বসানো হয়েছে। কাজ প্রায় শেষের দিকে। প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে হরিশ্চন্দ্রপুরে সারপ্রাইজ ভিজিট করেন মালদহ জেলা শাসক নীতিন সিঙ্গানিয়া। এদিন তিনি ক্লাস্টার প্রজেক্টের কাজ পরিদর্শন করেন। এলাকায় বড় যানবাহন চলাচলের সমস্যা নিয়ে জেলাশাসকের কাছে আর্জি জানালেন ব্যবসায়ীরা। সদর এলাকায় এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন হলে উপকৃত হবেন চাষী ও ব্যবসায়ীরা। এছাড়াও এদিন আচমকাই বাড়দুয়ারী এলাকার এক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সমবায় সমিতি পরিচালিত কারখানা পরিদর্শনে যান। ওই কারখানায় গম, ছোলা, কাঁচা বাদাম দিয়ে পুষ্টিকর ছাতু তৈরি করেন মহিলারা। যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন সাড়ে সাত হাজার মহিলা। ওই ছাতু সরবরাহ করা হয় চাঁচল মহকুমার বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। সেখানে গিয়ে ছাতুর গুণগত মান খতিয়ে দেখেন জেলাশাসক নীতিন সিঙ্গানিয়া। ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ও ২ ব্লকের বিডিও সৌমেন মন্ডল ও তাপস কুমার পাল,ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক পবন কেডিয়া, সভাপতি ডব্লিউ রজক, উদিত মোদি প্রমুখ। মালদহ জেলাশাসক নীতিন সিঙ্গানিয়া বলেন, প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষের পথে। পরিকাঠামগত আরও কিছু উন্নয়ন প্রয়োজন হলে সেটা করা হবে। এই প্রকল্প শুরু হলে কর্মসংস্থান বাড়বে।

পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন, বার্তা দিতে ময়দানে পুর প্রতিনিধি

রৌনক কুন্ডু ● কোচবিহার

পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন। সঠিক জায়গায় আবর্জনা ফেলুন। এই বার্তাকে সামনে রেখে কোচবিহার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে নাগরিকদের সচেতন করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর শুভ্রাংশু সাহা। কাউন্সিলার খোদ নিজেই এলাকার চারপাশ কতটা পরিচ্ছন্ন তা পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন। তার হাতে ছিল বাঁশি। এলাকা বাসীদের সজাগ করতে নির্মল বন্ধুকে দেখা গেছে মাইকিং করতে। মঙ্গলবার এই ওয়ার্ডের প্রিয়গঞ্জ কলোনি এলাকায় হয়েছে এই কর্মসূচি। শুধু কাউন্সিলর নয় কাউন্সিলর ছাড়াও কোচবিহার পৌরসভার নির্মল সাথী, নির্মল বন্ধুদের

কোচবিহার শহরের ৬ নম্বরে স্বচ্ছতা অভিযান।

সঙ্গে নিয়ে এই সচেতনতামূলক কর্মসূচি হয়। কোচবিহার শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলেন যাতে সবাই প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার বর্জন করেন ও পুরসভার দেওয়া আবর্জনা জমানোর বালতিগুলোতে আবর্জনা ফেলেন এবং যথাসময়ে পৌরসভার ভ্যান এলে সেখানে আবর্জনা ফেলা হয়। একই সাথে কাউন্সিলরকে দেখা যায় ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের সচেতন করতে। শুধু সচেতনতার বাতাই নয় প্রায় প্রতিনিয়তই দেখা যায় কোচবিহার শহরের ওয়ার্ডে নর্দমাগুলি পরিষ্কার রাখার উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। কাউন্সিলার শুভ্রাংশু সাহা বলেন এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সবাইকে এগিয়ে আসা দরকার। প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার বন্ধে সাধারণ মানুষকে আরও একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
21 May, 2025 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

বেলপাহাড়ি ক্যাফে, রাস্তা, তোরণে সাজছে

দেবব্রত বাগ ● ঝাড়গ্রাম

জঙ্গল, পাহাড় আর ঝোরা ঘেরা বেলপাহাড়ি এবার আরও আকর্ষণীয় হতে চলেছে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে। এরই অংশ হিসেবে বেলপাহাড়ির দুটি জনপ্রিয় পর্যটনস্থল— খাঁদারানি ও ঢ্যাঙ্গিকুসুমে চালু হতে চলেছে ক্যাফে। পর্যটকেরা পাবেন চা, কফি, চিপস, পকোড়া, চপ ইত্যাদি মুখরোচক খাবার। এই দুই জায়গায় সফল হলে অন্য পর্যটনস্থলেও হবে। জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল জানিয়েছেন, বন দফতরকে সঙ্গে নিয়ে জেলার বিভিন্ন পর্যটনস্থলে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের

পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রাস্তা নির্মাণ, পর্যাপ্ত শৌচাগার, পানীয় জল সরবরাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পর্যটনস্থলে শৌচাগার কোথায় রয়েছে, অবস্থা কেমন ইত্যাদি নিয়ে শুরু হয়েছে সমীক্ষা। বিভিন্ন ব্লকের পর্যটন এলাকায় আরও আট-দশটি শৌচাগার নির্মাণ করা হবে। শিমুলপাল সহ বিভিন্ন গ্রামের পাথরশিল্পীদের জন্য একটি স্থায়ী বাজার গড়ার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে শিল্পীরা নির্দিষ্ট জায়গায় তাঁদের সামগ্রী বিক্রি করতে পারেন। ঝাড়গ্রামে ঢোকার মুখে লোধাশুলি এবং বেলপাহাড়ির প্রবেশপথে দুটি সুদৃশ্য গেট নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ডে ৫২ কোটি টাকার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন মিললে ৬৬ কিমি রাস্তা নির্মাণ করা হবে জেলা পরিষদের মাধ্যমে।

প্রস্তাবিত রাস্তা— বিনপুর-২ ব্লকে চাকাডোবা থেকে কাঁকড়াঝোড় পর্যন্ত ১৫ কিমি। গোপীবল্লভপুর-১ ব্লকে কেন্দুয়াবান্ধী থেকে ঝিল্লি পাখিরালয় পর্যন্ত ৭ কিমি। নয়াগ্রাম ব্লকে ঝরিয়াচক থেকে ধানশোল ও খড়িকামাথানি পর্যন্ত ১৩ কিমি। গোপীবল্লভপুর-২ ব্লকে রামকৃষ্ণপুর থেকে দুধিয়াশোল পর্যন্ত ৫ কিমি এবং ধিরোল বালিগেড়িয়া থেকে ঝুরিয়াশোল পর্যন্ত ৭ কিমি, সাঁকরাইল ব্লকে জঙ্গলকুরুচি থেকে মুরাকাটি পর্যন্ত ১৯ কিমি।

সামার কিট

■ তীব্র দাবদাহের মধ্যেও কর্তব্যে অবিচল পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের কর্মীরা। তাঁদের পাশে দাঁড়াল বাঁকুড়া জেলা পুলিশ। মঙ্গলবার জেলা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে শহরের ভৈরবস্থান মোড়ে এক অনুষ্ঠানে পুলিশ ও সিভিক মিলিয়ে ১১৩০ জনের হাতে ব্যাগ, গ্লুকোজ ওআরএস, মাস্ক, ছাতা ইত্যাদি সামার কিট তুলে দেওয়া হয়। জানান জেলা পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি।

পুলিশের রক্তদান

■ আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে বিধাননগর ফাঁড়ির সহযোগিতায় উৎসর্গ নামকরণে রক্তদান শিবিরের আয়োজন। এসিপি দুর্গাপুর সুবীর রায় জানালেন, শিবিরে এলাকার সমস্ত ধরনের মানুষ উপস্থিত হয়েছেন। ১৫০ জন রক্ত দিয়েছেন। ছিলেন চেয়ারম্যান কবি দত্ত, থানার আধিকারিক নাসরিন সুলতানা, এসিপি সুবীর রায় ও বিধাননগর ফাঁড়ির আধিকারিক মিহিরকুমার দে।

২ যুবকের সততা

■ রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দেখতে পেলেন একটি ব্যাগ পড়ে। তাতে রয়েছে টাকা ও মোবাইল। সেই ব্যাগ নিয়ে দুই যুবক কৌশিক বেরা ও রাজদীপ দাস সোজা থানায় গিয়ে জমা দিলেন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গুড়গুড়িপাল থানা এলাকার ঘটনা। ওঁদের সততায় পুলিশ আধিকারিকদের পাশাপাশি নেটিজেনরাও কুর্নিশ জানিয়েছেন।

২৫ কেজি গাঁজা

■ গাঁজাচক্রের অন্যতম পান্ডাকে ২৫ কেজি গাঁজা সমেত হাতেনাতে পাকড়াও করল কোতোয়ালি থানার পুলিশ। কোচবিহার থেকে এই গাঁজা বাসে করে কৃষ্ণনগরে আনা হচ্ছিল। গোপন সূত্র খবর পেয়ে কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালি থানার পুলিশ ওত পেতে থাকে, বাস থেকে নামতেই তাকে মাল সমেত পাকড়াও করে। ধৃতের নাম সুদীপ ঘোষ। তার বাড়ি কৃষ্ণনগর বেলেডাঙার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল গোঘাটে। কোচবিহার থেকে গাঁজা আনার জন্য বিভিন্ন ট্রেন রুট সে ব্যবহার করত। কখনও মালদায় নেমে যেত, কখনও বহরমপুর, কখনও বা বীরভূমের সাঁইথিয়াতে, তারপর বাসে করে সে কৃষ্ণনগরে পৌঁছত। কৃষ্ণনগর পুলিশ ডিস্ট্রিক্টের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত কুমার সাংবাদিকদের জানান, সুদীপ ঘোষকে অ্যারেস্ট করে আমরা তদন্ত শুরু করেছি।

বড় সাফল্য পুলিশের ধৃত অস্ত্র সরবরাহকারী

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে সাম্প্রতিক অশান্তির ঘটনার তদন্তে বড়সড় সাফল্য পেল জঙ্গিপুর পুলিশ। জাফরাবাদ, প্রতাপগঞ্জ, ধুলিয়ান, বেতবোনা-সহ একাধিক এলাকায় অস্ত্র সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে সোমবার গভীর রাতে প্রতাপগঞ্জ-উত্তরপাড়া থেকে দুই ব্যক্তিকে

সামশেরগঞ্জ কাণ্ড

গ্রেফতার করল সামশেরগঞ্জ থানার বিশেষ দল। নাম আনারুল ইসলাম (৫২)এবং তার ছেলে টিঙ্কু শেখ (২৮)। গতকাল রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আইসি সুব্রত ঘোষের নেতৃত্বে ওই গ্রামে তল্লাশি চলে। যদিও অভিযানের খবর পেয়ে পালায় মূল অভিযুক্ত অস্ত্র সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত আনারুলের অপর ছেলে রাজা শেখ। অভিযুক্তদের বাড়ি থেকে একটি সাত এমএম পিস্তল, একটি উন্নতমানের দেশি পিস্তল, বেশ কয়েকটি ভোজালি, চাকু এবং প্রায় ১০টি অত্যাধুনিক ধারালো 'ফাইটার' (বিশেষ ধরনের চক্রাকৃতির কুঠার) উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এত ফাইটার আগে উদ্ধার হয়নি। পুলিশের অনুমান, জাফরাবাদে বাবা-ছেলেকে খুনের সময় ফাইটার ব্যবহার করা হয়েছিল।

দুর্ঘটনায় সেনার বাস

সংবাদদাতা, পানাগড় : পানাগড়ে ধরলা মোড়ের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল সেনা জওয়ানের বাস ও লরি। দুর্ঘটনায় অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন জওয়ান। দুপুর ১২টা নাগাদ বর্ধমান থেকে দুর্গাপুরের দিকে যাওয়ার সময় একটি লরি আচমকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে পরে। পিছনে ছিল সেনা জওয়ানদের বাস।

চালক ব্রেক কষলে পিছনে থাকা একটি কন্টেনার বাসের পিছনে ধাক্কা মারে। পিছনে থাকা আরও একটি সেনার লরি দুর্ঘটনায় পড়ে। বেশ কয়েকজন অল্পবিস্তর আহত হন। দুর্ঘটনার জেরে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের দুর্গাপুরগামী রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয়।

জঙ্গলমহলে শহিদ স্মরণ

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : অরণ্যের অধিকাররক্ষার আন্দোলনে বাম জমানায় সিপিএমের হাতে শহিদ হন জাগরণ সোরেন। তাঁর রক্তেই জঙ্গলমহল শপথ নিয়েছিল জঙ্গলমহল থেকে সিপিএমকে

উৎখাত করার। পরিবর্তনের জমানায় ফি বছর বান্দোয়ান, বোরো, বরাবাজার স্মরণ করে শহিদ জাগরণকে। আওয়াজ ওঠে মুখ্যমন্ত্রী যে শান্তির জঙ্গলমহল গড়ে দিয়েছেন, সেই শান্তি বিঘ্নিত হতে দেওয়া হবে না। ১৯৮৪ সালে প্রচণ্ড গরমের দিনে রাতের অন্ধকারে সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী খুন করেছিল তৎকালীন কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী জাগরণকে। এরপরেই বাম অত্যাচারের দোসর হয় মাও সন্ত্রাস। জঙ্গলমহলে এসে মানুষের পাশে দাঁড়ান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নজরে পড়েন শহিদপুত্র রাজীবলোচন সরেন। মুখ্যমন্ত্রীর সৌজন্যে রাজীব বান্দোয়ানের বিধায়ক হন। সম্প্রতি তিনি জেলা তৃণমূলের সভাপতি হয়েছেন। তাঁর উদ্যোগে হল শহিদ স্মরণসভা। শহিদমূর্তিতে মাল্যদান, স্মারক বক্তব্য, রক্তদান শিবির হয়। ছিলেন সাংসদ কালীপদ সোরেন, জেলা পরিষদ সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো, জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান শান্তিরাম মাহাতো, রাজ্য কমিটির সম্পাদক হংসেশ্বর মাহাতো, উজ্জ্বল কুমার প্রমুখ।

রাতারাতি গ্রেফতার চোর

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : মোটরবাইক চুরি ও ফাঁকা বাড়িতে তালা ভেঙে চুরি করার অভিযোগে এক দাগি দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে কোক আভেন থানার পুলিশ। ১৬ মে রেল কলোনির একটি ফাঁকা বাড়িতে তালা ভেঙে চুরি হয় রেলকর্মী অনিল কুমারের বাড়িতে। তিনি সাসারামে দেশের বাড়ি গিয়েছিলেন। আলমারি ভেঙে সোনা-রুপোর গহনা ও নগদ টাকা নিয়ে পালায়। অভিযোগ পেয়ে ওই দিনই রাতের দিকে দুর্গাপুর বাসস্ট্যান্ডে বাদশা খান নামে সন্দেহভাজন এক যুবককে গ্রেফতার করে। দুর্গাপুর আদালত তাকে তিনদিনের পুলিশি হেফাজত দেয়। জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে, রেল কলোনির বাড়িতে সে-ই চুরি করেছে। ক্ষুদিরাম কলোনিতে তার বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া সোনা-রুপোর গহনা ও কিছু নগদ টাকা উদ্ধার হয়।

হাতির উপদ্রবে অতিষ্ঠ ঝাড়গ্রামের মানুষ

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রাম জেলার বান্দরভুলা বিট ও লোধাশুলি রেঞ্জের বিভিন্ন গ্রামে হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ গ্রামবাসী। বন দফতর পরিস্থিতি সামাল দিতে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করলেও হাতি তাড়াতে গিয়ে হুলা পার্টির চেষ্টায় আশানুরূপ সাফল্য আসেনি। তবে হাতির হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে নিয়ম মেনেই। গত দু'সপ্তাহ গড়শালবনি, জিতুশোল, পেনিয়াভাঙা, বরিয়া ও বিকাশ ভারতী-সহ একাধিক গ্রামে আম, কাঁঠাল ও কাজুবাগানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছেন কৃষকেরা।

হাতির দল দিনের আলো হোক বা রাতের অন্ধকার, যখন-তখন গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। এমনকী রাজ্য সড়কে দাঁড়িয়ে পড়ছে বাস ও লরি থামিয়ে খাবারের সন্ধানে। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বান্দরভুলা ও লোধাশুলি রেঞ্জে থাকা ছ'টি হাতিকে সোমবার রাতে হুলা পার্টির মাধ্যমে তাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। তবে ওই এলাকায় পর্যাপ্ত খাবার ও পানীয় জল থাকায় হাতিগুলি যেতে চাইছে না। উপরন্তু, আরও চার-পাঁচটি হাতি এসে যোগ দিয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১০-১১টি হাতি ঘোরাফেরা করছে। এক বন আধিকারিক জানান, নজরদারি চালাচ্ছি। হুলা পার্টির সাহায্যে তাড়ানোর কাজ চলছে। তবে জঙ্গল ঘেরা এলাকায় হাতি একদিক থেকে তাড়ালে, অন্যদিক দিয়ে ফিরে আসছে।

পুরকর্মীর টাকা চুরি

সংবাদদাতা, শান্তিপুর : চুরি শান্তিপুর পুরসভার ভেতরে। ডি গ্রুপের কর্মী উত্তম প্রামাণিক দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। তাঁর চিকিৎসার জন্য তিনি এক লক্ষ আশি হাজার টাকার লোনের আবেদন ব্যাঙ্কের কাছে করেছিলেন। সেই টাকা ব্যাঙ্ক তাঁর অ্যাকাউন্টে পাঠিয়েছিল। উত্তম টাকাটা তুলে বেলা একটা নাগাদ পুরসভায় দফতরে পৌঁছন। তাঁর স্কুটির ডিকিতে টাকা রেখে কাজে যান। ফিরে এসে দেখেন ডিকি খোলা এবং টাকা নেই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজস্থানে গ্রেফতার সিরিয়াল কিলার এক আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক। নামটাও অদ্ভুত, ডক্টর ডেথ। আসল নাম দেবেন্দ্র শর্মা। একাধিক ট্রাক ও ট্যাক্সি চালককে খুন করে তিহাড় জেলে বন্দি ছিল মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এই আসামি। ২০২৩-এ প্যারোলে মুক্তি পেয়েই নিখোঁজ হয় সে

সংসদীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করলেন বিদেশ সচিব

সুদেষ্ণা ঘোষাল ● দিল্লি

বিভিন্ন দেশে গিয়ে পাকিস্তানকে বেআব্রু করতে কী কী করতে হবে এবং বলতে হবে মঙ্গলবার দিল্লিতে বিদেশগামী তিনটি সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যদের তা বুঝিয়ে বললেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিদেশ মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আমলারাও। সংসদীয় দলের প্রতিনিধি হিসেবে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিল্লিতে সংসদীয় সূত্রের দাবি, কাভাবে পহেলগাঁও হামলা হয়েছে, কীভাবে নিরীহ পর্যটকদের নিশানা করা হয়েছে ধর্ম বেছে বেছে, কেন ভারত অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে প্রত্যাঘাত করেছে, কোন বিন্দুতে সিজ ফায়ার করা হয়েছে, সেই বিষয়গুলি নিয়ে সাংসদের ব্যাখ্যা দেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। ভারতের আসল উদ্দেশ্য ছিল জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করা, সাফ জানান তিনি। এই বিন্দুগুলির উপরেই সাংসদদের বিদেশ সফরে বক্তব্য রাখার কথা বলেন বিক্রম মিশ্রি, দাবি সংসদীয় সূত্রের। পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর, বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে সাংসদদের দাবি জানাতে হবে, সাফ জানানো হয়েছে ভারত সরকারের তরফে। এই প্রসঙ্গে ২৬/১১ মুম্বই হামলা, উরি, পুলওয়ামার জঙ্গি হামলার উদাহরণ তুলে ধরার কথাও বলা হয়েছে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে। কোন পরিস্থিতিতে ভারত সিন্ধু জলচুক্তি রদ করেছে, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে এদিন। বিদেশগামী প্রতিনিধি দলের সদস্যরা এই বিষয়গুলির উপরেই বিদেশে বক্তব্য রাখবেন। সূত্রের দাবি, এদিনের ব্রিফিংয়ে কংগ্রেসের তরফে দাবি জানানো হয়েছে, আরও তথ্য প্রয়োজন বিদেশের বুকে পাকিস্তানের মুখোশ খোলার জন্য।

পাক-আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা নিজের ডায়েরিতে

পাকিস্তানে লস্করের সদর দফতরে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়েছিল জ্যোতি

প্রতিবেদন: পাকিস্তানের মুরিদকেতে লস্কর-ই-তইবার সদর দফতরে ১৪ দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল জ্যোতিরানি মালহোত্রাকে। তাকে জেরা ও তদন্তের সূত্রে গোয়েন্দাদের হাতে উঠে এসেছে এই বিস্ফোরক তথ্য। শুধু তাই নয়, পাক গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ধৃত এই জ্যোতির মাধ্যমেই আইএসআইয়ের কাছে চলে যেত ভারতীয় এজেন্টদের সব গোপন তথ্য। জ্যোতি এবং আলি হাসান নামে একজন আইএসআই চরের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট এসেছে তদন্তকারীদের হাতে। সেখানে সাংকেতিক ভাষায় কথোপকথন হয়েছে দু'জনের মধ্যে। এই চ্যাটে প্রোটোকল এবং আন্ডারকভার এজেন্ট—এই দুই শব্দের ব্যবহার হয়েছে একাধিকবার। এর থেকেই গোয়েন্দাদের অনুমান, জ্যোতিকে ভারতীয় এজেন্টদের তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করত আইএসআই। ২০২৪ সালে চিনে গিয়েও এই জ্যোতি বেশ কিছু গন্ডগোল পাকিয়েছিল বলে জেনেছেন গোয়েন্দারা। সেখানে

ট্রেনের জানলার কাছে বসা নিয়ে এক যাত্রীর সঙ্গে গুরুতর বচসায় জড়িয়ে পড়েছিল জ্যোতি। সেখানকার স্থানীয় মহিলা ক্যাব চালককেও হেনস্তার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। আরও অভিযোগ, যাত্রীবাহী বাসে উঠে টিকিট কাটতে অস্বীকার করেছিল সে। বিদ্রুপ করেছিল সেখানকার নাগরিকদের শারীরিক গঠন নিয়ে। এই কারণেই তাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল চিনে। হরিয়ানার ইউটিউবার জ্যোতিরানির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক তথ্য এসেছে গোয়েন্দাদের হাতে। কোন অপারেশন টার্গেট করে জ্যোতিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল পাকিস্তানে, জেরায় সেই রোমহর্ষক তথ্য জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা। মুরিদকেতে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার উদ্দেশ্যে কী? লস্কর চিফ হাফিজ সৈয়দের সঙ্গে কি সরাসরি জ্যোতি সাক্ষাৎ হয়েছে? কারণ সে এই প্রশিক্ষণের পরে ভারতে ফিরে আসে। এইসব বিষয় বিস্তারিত জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন গোয়েন্দারা। নিজেকে ট্রাভেল এজেন্ট হিসাবে পরিচয় দিয়ে জ্যোতি চটকদার খোলামেলা ফোটো ও ভিডিও দিয়ে তৈরি করে চ্যানেল। দিনের পর দিন ভারত বিরোধী ষড়যন্ত্রে গোপন তথ্য পাকিস্তান পাচার করাই তার মূল লক্ষ্য ছিল। ওড়িশায় সুন্দরী মহিলা প্রিয়াঙ্কা সেতুপতি গুপ্তচরবৃত্তিতে তার অন্যতম সহযোগী ছিল। ইতিমধ্যেই প্রিয়াঙ্কার জেরা চলছে। অন্যদিকে জ্যোতিকে জেরা করে গোয়েন্দারা একটি ডায়েরির সন্ধান পেয়েছেন। পাকিস্তান সফরে তার অনুভূতির কথা সে ডায়েরিতে লিখে রেখেছে। লিখেছে পাক আতিথেয়তার কথা, নিজের মুগ্ধতার কথা।

বিজেপি-নীতীশের বিহারে রোগীর পা খেয়ে নিল ইঁদুর

প্রতিবেদন: কী করুণ দশা পাটনা সরকারি হাসপাতালের। ভাঙা পা জোড়া লাগাতে এসে গোড়ালি খুইয়ে বসলেন এক প্রৌঢ়। বিহারের ভেঙে পড়া ডবল ইঞ্জিন প্রশাসনের হাতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কী হাল তা প্রমাণিত হল রাজধানীর প্রধান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। অসুস্থ রোগীর পা খেয়ে নিল ইঁদুর। এর আগে এই হাসপাতালেই মৃতদেহের চোখ খেয়ে নিয়েছিল ইঁদুর। তারপরেও যে নীতীশ প্রশাসন এতটুকু নিয়ে সচেতন হয়নি, তারই প্রমাণ দিল পাটনা হাসপাতালের এই ঘটনা।

ঠিক কী হয়েছিল ঘটনাটি? পাটনার বাসিন্দা অবধেশ কুমার ভাঙা পা নিয়ে পাটনার নালন্দা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে ২১ দিন ধরে হাসপাতালে থাকতে হয়। আচমকাই এক রাতে ঘুম ভেঙে তিনি দেখেন তাঁরা আহত পায়ের তলায় রক্ত ভেসে যাচ্ছে। দ্রুত কর্তব্যরত নার্সদের খবর দিলে তাঁরা চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন। তখনই জানা যায় তাঁর দুটি গোড়ালিই ইঁদুরে খেয়ে নিয়েছে। ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব।

দিনভর টানাপোড়েন, ক্ষেপণাস্ত্র-ড্রোন ধ্বংসকারী কামান বসছে না স্বর্ণমন্দিরে

প্রতিবেদন : দিনভর টানাপোড়েন। শেষে সন্ধ্যায় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হল, স্বর্ণমন্দিরে কোনও অত্যাধুনিক এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বসানো হচ্ছে না। ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসকারী কোনও কামানও বসানো হচ্ছে না। অথচ মঙ্গলবার সকালেই সেনার তরফে জানানো হয়েছিল, স্বর্ণমন্দিরকে সুরক্ষিত রাখতে অত্যাধুনিক এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বসানো হচ্ছে। স্বর্ণমন্দির কর্তৃপক্ষও এব্যাপারে সবুজ সংকেত দিয়েছে। সেনার তরফে দাবি করা হয়েছিল, স্বর্ণমন্দিরের প্রধান গ্রন্থি তাদের অনুমতি দিয়েছে এই অত্যাধুনিক ডিভাইস বসানোর। কিন্তু স্বর্ণমন্দিরের গ্রন্থি জ্ঞানী রঘবীর সিং মঙ্গলবার বিকেলে সেনার দাবি খারিজ করে দেন। তিনি স্পষ্ট বলেন, আমার সঙ্গে সেনার তরফে কেউ যোগাযোগ করেনি। এখানে সমরাস্ত্র রাখা নিয়েও কথা হয়নি। এরপরেই শিখদের এই পবিত্র স্থানে সমরাস্ত্র মোতায়েনের কথা অস্বীকার করল সেনা।

গত ৮ মে স্বর্ণমন্দিরকে লক্ষ্য করে একের পর এক ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ে পাকসেনা। কিন্তু ভারতীয় সেনার অত্যন্ত শক্তিশালী এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের সফল প্রতিরোধে মুখ থুবড়ে পড়ে পাক-ষড়যন্ত্র। এরপরেই

স্বর্ণমন্দির কর্তৃপক্ষকে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বোঝানো হয়েছে, এটি শুধু পবিত্র তীর্থস্থানই নয়, গুরুদ্বারের স্থাপত্যকীর্তিও অনন্য। দেশের এই অমূল্য সম্পদকে রক্ষা করা অন্য এক পবিত্র কর্তব্য। লেফটেন্যান্ট জেনারেল জানান, এটা খুবই ভাল কথা যে সেই অনুমতি আমাদের দিয়েছেন স্বর্ণমন্দিরের প্রধান গ্রন্থী। এবারে এই পবিত্র তীর্থস্থানের মধ্যেই থাকবে সেনার সদাসতর্ক কামান। কিন্তু এদিন স্বর্ণমন্দির কর্তৃপক্ষ পরিষ্কার জানিয়েছে, সেনার সঙ্গে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে তাদের কোনও কথ হয়নি। সেনাবাহিনীও জানিয়ে দেয়, কোনও ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন ধ্বংসকারী কামান বসানো হচ্ছে না স্বর্ণমন্দিরে।

ওয়াকফ, সুপ্রিম কোর্টে ফের শুনানি আজ

প্রতিবেদন : সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে প্রথমবার ওয়াকফ মামলার শুনানি করলেন বিচারপতি বি আর গভাই। মঙ্গলবার তাঁরই এজলাসে ওয়াকফ আইনকে চ্যালেঞ্জ জানালেন মামলাকারীদের তরফে সওয়াল করা দুই বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিবাল এবং অভিষেক মনু সিংভি।

ওয়াকফ কমিটিতে অমুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধিতা নিয়ে মঙ্গলবার আদালতে সরব হয়েছেন এই দুই আইনজীবী। এই প্রসঙ্গেই কপিল সিবালের অভিযোগ, এই আইন জারি করে ওয়াকফ সম্পত্তি দখলের চেষ্টা করছে সরকার। কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে মুসলিমদের অধিকার। এই মামলার পরবর্তী শুনানি বুধবার।

পাকিস্তানকে বাদ দিয়েই ওয়াঘা-আটারি সীমান্তে ফের বিটিং রিট্রিট

প্রতিবেদন: পাকিস্তানকে বাদ দিয়েই ওয়াঘা-আটারি সীমান্তে মঙ্গলবার থেকে ফের শুরু হল বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠান। তবে ভারতের বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠান থেকে বয়কট করা হয়েছে পাকিস্তানকে। টানা ১২ দিনের বিরতির পর ফের ওয়াঘা-আটারি এবং ফিরোজপুরে হুসেইনিওয়ালা সীমান্তে শুরু হল এই অনুষ্ঠান। পহেলগাঁও সন্ত্রাস হামলার পর থেকে বন্ধ হয়েছিল বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠান। পরিস্থিতি এখন আগের থেকে স্বাভাবিক। তাই ফের বিএসএফের তরফে এই অনুষ্ঠান শুরুর বিষয়ে জানানো হয়েছে। তবে এই বিটিং রিট্রিট চালু হলেও পাকিস্তানকে বয়কট করছে ভারত। পাক রেঞ্জার্সের সঙ্গে কোনও করমর্দন নয়, খোলা হবে না গেটও। পাকিস্তানের রেঞ্জার্সের সঙ্গেও মুখোমুখি হবে না বিএসএফ জওয়ানরা। বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, যে প্রক্রিয়ায় সীমান্তে এই ধরনের রিট্রিটের আয়োজন করা হয় এবারে তা শুধুমাত্র

ভারতের সীমান্তের দিকেই আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান রেঞ্জার্সের সঙ্গে কোনওরকম বিনোদনেও অংশ নেবে না ভারত। বিএসএফ সূত্রে এমনই খবর।

শুধু আটারি-ওয়াঘা সীমান্ত নয়। হুসেনিওয়ালা পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ারের অন্তর্গত সব সীমান্তেই মঙ্গলবার ফের রিট্রিট শুরু হল। রিট্রিটের সময় এদিন শুধুমাত্র সাংবাদিকদেরই উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সাধারণের জন্য বুধবার থেকে বিটিং রিট্রিটের প্রবেশাধিকার দেবে বিএসএফ। অন্যদিকে পাকিস্তানের সীমান্ত বন্ধ রাখা হলেও আফগানিস্তান থেকে পণ্যবাহী ট্রাক চলাচলের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে ছাড়। আফগানিস্তান থেকে পণ্যবোঝাই ট্রাক ভারতের সীমান্তে প্রবেশ করতে যাতে কোনও সমস্যা না হয়। আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের ধারা অব্যাহত রাখতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আওয়ামি লিগ সরকারের আমলে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি এবং জামাত-সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের হেনস্থার জন্য যেসব মামলা করার অভিযোগ আছে, তেমন ১০ হাজারের বেশি মামলা প্রত্যাহারের উদ্যোগ নিল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার

আমেরিকায় থাকা ভারতীয়দের আবার চাপে ফেললেন ট্রাম্প

প্রতিবেদন: আমেরিকায় বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়দের চাপে ফেললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনিতেই পাক-ভারত দ্বিপাক্ষিক সমস্যা নিয়ে একের পর এক আলটপকা মন্তব্যে ভারত সরকারের অস্বস্তি বাড়িয়েছেন তিনি। আর এবার মার্কিন মুলুকে থাকা ভারতীয়দের উপর আর্থিক বোঝা চাপানোর পরিকল্পনা করেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সর্বশেষ ঘোষণা অনুযায়ী নতুন যে আইন মার্কিন সংসদে পাশ হতে চলেছে, তাতে দেশে টাকা পাঠাতে গেলেই এবার মোটা টাকা কর দিতে হবে আমেরিকায় বসবাসকারী প্রবাসী

ভারতীয়দের। ইতিমধ্যেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত এই বিলে সম্মতি দিয়ে রেখেছে মার্কিন সংসদের হাউস বাজেট কমিটি।

প্রস্তাবিত এই বিলে বলা হয়েছে, মার্কিন নাগরিক নন এমন যে কেউ আমেরিকা থেকে অন্য দেশে যদি টাকা পাঠাতে চান তাহলে ৫ শতাংশ করে কর দিতে হবে। এইচ ওয়ান বি ভিসা বা গ্রিন কার্ড যাঁদের রয়েছে, তাঁদেরও এই করের আওতায় আনা হবে। কর চাপানোর ক্ষেত্রে টাকার অঙ্কের কোনও সীমা যেহেতু এখনও নির্দিষ্ট হয়নি, ফলে অল্প পরিমাণ টাকা পাঠালেও তার উপরে কর দিতে বাধ্য হবেন ভারতীয়রা। যদিও ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিকদের এই কর দিতে হবে না। কিন্তু তারপরেও আমেরিকায় বসবাসকারী প্রায় ৪৫ লক্ষ ভারতীয় এই করের আওতায় আসবেন।

জামিন পেলেন নুসরত ফারিয়া

প্রতিবেদন: দেশজুড়ে সমালোচনার মুখে অবশেষে মঙ্গলবার জামিন পেলেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নুসরত ফারিয়া। রবিবার থাইল্যান্ড যাওয়ার পথে ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে এক পুরনো মামলার সূত্রে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। খুনের চেষ্টার অভিযোগে করা মামলায় অভিনেত্রীর নাম জড়িয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে বাংলাদেশের পুলিশ। এই ঘটনায় সেদেশের শিল্পীমহল তো বটেই, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সমর্থকরাও প্রশাসনের অতিসক্রিয়তার কড়া নিন্দা করেন। এমনকী ইউনূস সরকারের ভিতর থেকেও এই ইস্যুতে বিরুদ্ধ স্বর ওঠে। অনেকেই মনে করেন, মুজিব চলচ্চিত্রে শেখ হাসিনার চরিত্রে অভিনয় করাতেই অন্তর্বর্তী সরকারের রোষে পড়েছেন নুসরত। গ্রেফতার করে পাঠানো হয়েছে জেলে।

আদালতে নুসরতের আইনজীবী দাবি করেন, খুনের চেষ্টার ওই ঘটনার সময় নুসরত দেশেই ছিলেন না। তিনি ওইসময় কানাডায় ছিলেন বলে সরকারি প্রমাণপত্র পেশ করে জানান আইনজীবী। শেষপর্যন্ত মঙ্গলবার নুসরত ফারিয়াকে জামিন দেয় আদালত। জামিনের পর সমাজমাধ্যমে সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় অভিনেত্রী বলেছেন, কঠিন সময়ে যাঁরা পাশে ছিলেন তাঁদের ধন্যবাদ। সুস্থ হয়ে ফিরলে বাকি কথা হবে।

উত্তরপ্রদেশে অল্পের জন্য রক্ষা রাজধানী এক্সপ্রেসের

প্রতিবেদন: রেললাইনের উপর কাঠের গুঁড়ি ফেলে দুর্ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা উত্তরপ্রদেশে। শেষ মুহূর্তে চালকের তৎপরতায় রক্ষা পেল রাজধানী ও কাঠগোদাম এক্সপ্রেসের মতো দুটি যাত্রীবাহী ট্রেন। নাশকতার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল বলেই প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। শুরু হয়েছে তদন্ত।

রেল ও পুলিশ সূত্রে খবর, হরদৈ-লখনউ রেলরুটে উত্তরপ্রদেশের হরদই জেলার ডালেনগর এবং উমরতলি স্টেশনের মাঝে লাইনের উপর আর্থিন দেওয়ার লোহার তারের সঙ্গে আটকে রাখা হয় কাঠের গুঁড়ি। সেই সময় ওই লাইনে আসছিল ডিব্রুগড়-দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস। আশঙ্কা বুঝেই দ্রুত ব্রেক কষেন চালক। ট্রেন থামার পর কাঠের গুঁড়ি সরিয়ে রেল আধিকারিকদের খবর দেওয়া হয়। রাজধানী এক্সপ্রেসের ঠিক পিছনে ছিল কাঠগোদাম-

রেললাইনে কাঠের গুঁড়ি ফেলে বাধা

লখনউ এক্সপ্রেস, সেই ট্রেনের চালকও অন্তত তৎপরতার সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে দেন। দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন আরপিএফ ও রেল কর্তারা। নাশকতার ছক কাদের, তা জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত।

হংকং, সিঙ্গাপুরে বাড়ছে কোভিড

প্রতিবেদন: পাঁচ বছর পর আবার বিশ্বে কোভিড-১৯-এর বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়েছে। বিশ্বজুড়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যাও। বিশেষ করে হংকং এবং সিঙ্গাপুরে সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকটাই। সিঙ্গাপুরে কোভিড কেস ২৮ শতাংশ বেড়েছে। পজিটিভ আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে হংকংয়ে। এক সপ্তাহেই ৩১টি গুরুতর কেস রিপোর্ট করা হয়েছে। সিঙ্গাপুর উচ্চ সতর্কতায় রয়েছে। সেখানে কেসের আনুমানিক সংখ্যা ১১,১০০ থেকে বেড়ে ১৪,২০০ হয়েছে। দৈনিক হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সংখ্যাও প্রায় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন JN 1 Covid 19 এখন সংক্রমণ ঘটাচ্ছে। এটি হল ওমিক্রন BA.2.86 এর পরবর্তী প্রজন্ম। এটি বেশ সংক্রামক। এই ভ্যারিয়েন্টকে পিরোলা নামে ডাকা হচ্ছে। সাধারণ কোভিডের মতোই এর উপসর্গ। এদিকে ভারতে এখনও পর্যন্ত কোভিড পজিটিভের সংখ্যা ২৫৭। সরকারি সূত্রে বলা হয়েছে, ভারতের কোভিড পরিস্থিতি স্থিতিশীল। দেশের বিশাল জনসংখ্যার প্রেক্ষিতে সংক্রমণ নগণ্য। আর উল্লেখযোগ্যভাবে প্রায় সমস্ত কেসের ক্ষেত্রেই হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হচ্ছে না।

কৈলাসযাত্রার রুটে ধস, আটকে বহু

প্রতিবেদন: উত্তরাখণ্ডের পিথোরগড়ে কৈলাসযাত্রার রুটে ধস, আটকে কয়েকশো তীর্থযাত্রী। ভূমিধসের ফলে রাস্তাটি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তীর্থযাত্রীদের পাশাপাশি আটকে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। ইতিমধ্যেই বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন-এর একটি দল ভূমিধসের জায়গায় পৌঁছেছে। যত দ্রুত সম্ভব রাস্তাটি পরিষ্কারের চেষ্টা চলছে।

আদি কৈলাস যাত্রা হয় উত্তরাখণ্ডের কুমায়ুন অঞ্চলে। আদি কৈলাসকে 'পঞ্চ কৈলাস'-এর মধ্যে দ্বিতীয় সবচেয়ে পবিত্র স্থান বলে মনে করা হয়। যদিও এই রাস্তার বেশিরভাগ অংশেই গাড়ি চলাচলের উপযোগী, তবে কিছু অংশে ট্রেকিং করতে হয়। এটি ৫,৯৪৫ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। বর্ষাকালে এই রাস্তাটি অতি বিপদসঙ্কুল হয়ে পড়ে।

বাংলার বাড়ির দ্বিতীয় কিস্তি

(প্রথম পাতার পর)

পরিবারকে বাড়ি তৈরি করে দিচ্ছে। বাড়ি তৈরির জন্য পরিবারপিছু দুই কিস্তিতে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দিচ্ছে প্রশাসন। সমাজমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, প্রথম কিস্তির জন্য ২০২৪-এর ডিসেম্বরে ৭,২০০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় কিস্তির জন্য ৭,২০০ কোটি টাকা উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে চলে যাবে। এখানেই শেষ নয়, আরও ১৬ লক্ষ যোগ্য পরিবারকেও রাজ্য সরকার বাংলার বাড়ি প্রকল্পে বাড়ি করে দেবে। তাঁদের প্রথম কিস্তির টাকা ডিসেম্বর মাসে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় কিস্তির টাকাও তাঁরা পেয়ে যাবেন ২০২৬ সালের মে মাসের মধ্যে। এই প্রকল্পের সুবিধা যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককে মুখ্যমন্ত্রী অভিনন্দন জানিয়েছেন।

তৃণমূলের প্রতিনিধি দল

(প্রথম পাতার পর)

তাঁদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শুনবেন তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। প্রয়োজনে সমস্তরকমভাবে তাঁদের পাশে থাকার বার্তাও দেবেন তাঁরা। বাংলায় কোথাও কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিংবা হিংসার ঘটনা ঘটলে এলাকায় পৌঁছে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয়দের সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন তৃণমূল নেতৃত্ব। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও অনেকসময় পৌঁছে যান ঘটনাস্থলে। এবার নেত্রীর নির্দেশে পাক-আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত জম্মু-কাশ্মীরে বিভিন্ন এলাকায় যাচ্ছেন তৃণমূলের প্রতিনিধিরা।

রিজিজুর ফোন মুখ্যমন্ত্রীকে

(প্রথম পাতার পর)

নাম পাঠানোর বিষয়ে কেন্দ্র কিছু না জানিয়েই ঘোষণা করে ইউসুফ পাঠানের নাম। তৃণমূল নেত্রী স্পষ্ট জানান, কেন্দ্র নিজে থেকে সদস্যের নাম নির্ধারণ করতে পারে না। এটি তাঁরা অনুমোদন করছেন না। যদি তারা দলের কাছে নাম চেয়ে পাঠায়, তবে মাদার পার্টি প্রথা অনুসারে সিদ্ধান্ত নেবে। অভিষেকও জানান, কেন্দ্র এখন যদি পাঁচজনের নাম চায় আমরা এক ঘণ্টার মধ্যে দিয়ে দেব। কিন্তু সেটা ঠিক করবে তৃণমূলই। কেন্দ্র নয়। এই পরিস্থিতিতে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করেন কিরেন রিজিজু। সেখানেই দলনেত্রী প্রতিনিধি দলে অভিষেকের নাম জানান। এর পরেই এই খবর জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা হয়।

■ গাজার খান ইউনুস থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন প্যালেস্টাইনের সন্ত্রস্ত বাসিন্দারা। ইজরায়েল সেনার হামলায় আশ্রয়হীন হয়ে চলেছেন নিরাপদ জায়গার খোঁজে।

২৫ বার বিয়ে করে ধৃত প্রতারক কনে

প্রতিবেদন: ভাবা যায়, ২৫ বার বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আর গয়না লুঠ করে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছিল রাজস্থানের তরুণী অনুরাধা পাসোয়ান। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। প্রতারণার কৌশলে ভুল করে ফেলল সামান্য। আর সেই ভুলের সূত্রেই অবশেষে তাকে গ্রেফতার করল রাজস্থান পুলিশ। গরিব মেয়ের অভিনয় করে যুবকদের ফাঁসানোই ছিল তার অভ্যাস। নিজের লোকজন পাঠিয়ে দিত স্থানীয় যুবকদের বাড়িতে। তার অসহায় জীবনের গল্প বলে মন গলিয়ে দিত পাত্রপক্ষের। তারপর বিয়ে ঠিক হলেই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ২ লক্ষ টাকা নিত প্রতারকরা। বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়িতে খাবারের সঙ্গে নেশার দ্রব্য মিশিয়ে গয়না ও টাকা লুট করে গা-ঢাকা দিত সে।

আখরোট, বাদাম, এবং পেস্তা ইত্যাদিতে রয়েছে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম এবং ভিটামিন ই। লেবু, কমলা, আপেল, এবং চেরিতে রয়েছে ভিটামিন সি যা বাতজনিত প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে

বাতের ব্যথায়

আর্থ্রাইটিস বা বাত এখন এক মহামারী। বড় থেকে বুড়ো— সবাই কম-বেশি এর শিকার। তাই প্রতি বছর মে মাসকে বেছে নেওয়া হয়েছে 'বিশ্ব আর্থ্রাইটিস সচেতনতা মাস' হিসেবে। এই মাস জুড়ে বাতজনিত নানান সমস্যা, কুপ্রভাব, চিকিৎসা ইত্যাদি নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। লিখছেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

বলিউডের অভিনেত্রী বিপাশা বসুও স্বীকার করেছেন, তাঁর হাঁটুর অবস্থা ৮০ বছরের বৃদ্ধার মতো! তাঁর পক্ষে আর ছোটাছুটি, লাফালাফি করা সম্ভব নয়! বাতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন অলিম্পিক্স পদকজয়ী তারকা সাইনা নেহওয়ালও। তাঁর হাঁটুর অবস্থাও খারাপ।

এত কম বয়সেই ভাবতে শুরু করেছেন অবসর নেওয়ার কথা। বিশ্ব জুড়ে প্রায় ৩৫ কোটি মানুষের আর্থ্রাইটিস বা বাত রয়েছে। আর ১ কোটি ৮০ লক্ষ লোকের শুধু রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস রয়েছে। ৮০ বছরের বেশি যাঁদের বয়স তাঁদের মধ্যে প্রায় ৫৫% শতাংশ আর্থ্রাইটিসের শিকার।

ভারতে অস্টিও-আর্থ্রাইটিস হল দ্বিতীয় সর্বাধিক বাতজনিত সমস্যা। এখানে অস্টিও-আর্থ্রাইটিস হার ২২ থেকে ৩৯ শতাংশ। পুরুষদের তুলনায় মহিলারা অস্টিও-আর্থ্রাইটিসে বেশি আক্রান্ত হন। অস্টিও-আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত ৬২ শতাংশই নারী।

আমাদের পঙ্গুত্বের একটি বড় কারণ কিন্তু আর্থ্রাইটিস। পরিসংখ্যান বলছে, মোট পঙ্গুত্বের ১৮% এই আর্থ্রাইটিসের জন্যই। ক্রনিক কোনও অসুখে ভুগলে আর্থ্রাইটিসের আশঙ্কা বাড়ে। বাতের কোনও বয়ঃসীমা নেই।

যে-কোনও অসুখের নামের পিছনে যখন আইটিস জুড়ে যায় তখন সেটা ইনফ্লামেশন বা প্রদাহকেই বোঝায়। যেমন হেপাটাইটিস, প্যানক্রিয়াটাইটিস, আর্থ্রাইটিস ইত্যাদি। আর্থ্রাইটিস হল অস্থিসন্ধির প্রদাহ। এই প্রদাহ কী? একাধিক জয়েন্ট বা অস্থিসন্ধি, যেমন— হাঁটু, কবজি, গোড়ালিতে যখন ফোলাভাব আসে, লালচে হয়ে যায়, শক্ত হয়ে যায়, ব্যথা হয়, জ্বালাভাব বা প্রদাহ তৈরি হয় তখন সেটাকেই আর্থ্রাইটিস বলে। কিছু আর্থ্রাইটিস বয়স বাড়লে বেশি হয়। আর কিছু আর্থ্রাইটিস যেমন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, লুপাস হল অটোইমিউন রোগ। যা যে কোনও বয়সের মানুষের হতে পারে। ১০০টিরও বেশি আর্থ্রাইটিস রয়েছে। রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস যার মধ্যে সবচেয়ে কমন অটোইমিউন ধরন।

অস্টিও-আর্থ্রাইটিস

অস্টিও-আর্থ্রাইটিস কার্টিলেজ ক্ষয়ে যাওয়ার কারণে হয়, কার্টিলেজ হল হাড়ের প্রান্তগুলিকে ঢেকে রাখার একটি নরম এবং পিচ্ছিল টিস্যু। এই কার্টিলেজ ক্ষয়ে গেলে হাড়ের প্রান্তগুলি সরাসরি একে অপরের সঙ্গে ঘষা লাগে, ফলে জয়েন্টগুলোতে ব্যথা ও প্রদাহ দেখা দেয়। সাধারণ মানুষ আর্থ্রাইটিসকে রোগ ভেবে ভুল করে থাকেন। আর্থ্রাইটিস আদতে কোনও রোগ নয়। অতিরিক্ত ওজন হয়ে গেলে অস্থিসন্ধিতে চাপ পড়ে এর ফলে আর্থ্রাইটিস হতে পারে। এছাড়া, বার্ধক্যজনিত কারণেও আর্থ্রাইটিস হয়। এই রোগের কোনও প্রতিকার নেই। কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শে যথাযথ নিয়ম মানলে বা ওষুধ খেলে এই ব্যথা অনেকটাই শিথিল করা সম্ভব। বয়স্করাই কিন্তু বেশিরভাগ 'অস্টিও-আর্থ্রাইটিস'-এর সমস্যায় ভোগেন। এই সমস্যায় হাঁটাচলা করতে খুবই অসুবিধা হয়। সমস্যা বাড়লে ধীরে ধীরে হাঁটাচলা বন্ধ হয়ে গিয়ে হুইলচেয়ারের সাহায্য নিতে হয়। এই রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে যখন অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায় তখন 'নি-রিপ্লেসমেন্ট' করার প্রয়োজন পড়ে।

উপসর্গ

ব্যথা এবং প্রদাহ হালকা থেকে মাঝারি হতে পারে। তবে চিকিৎসা না করলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটা খারাপের দিকে গড়ায়। পেশির দুর্বলতাও দেখা যায়। জয়েন্ট ফুলে যেতে পারে এবং গরম হয়ে থাকে। দীর্ঘক্ষণ বিশ্রামে থাকলে জয়েন্টগুলো শক্ত হয়ে যায় এবং তখন নড়াচড়া করতে অসুবিধা হয়। বিশেষ করে চড়াই বা ওপরে

হাঁটার সময় ব্যথা বেশি হয়। হাঁটু বাঁকানোর সময় একটি কড়-কড় শব্দ হতে পারে অস্থিসন্ধিতে। পা ধনুকের মতো বেঁকে যায়। জয়েন্টের চারপাশে হাড়বৃদ্ধি পায়। আক্রান্ত স্থানে ব্যথাযুক্ত ফোড়া বা ফোস্কা হতে পারে।

রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস

রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বা (RA) এক দীর্ঘমেয়াদি রোগ, যা প্রাথমিক ভাবে অস্থিসন্ধিকে প্রভাবিত করে। আপাতভাবে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসকে শুধু অস্থিসন্ধি এবং পেশির ব্যথা বলেই মনে করেন। কিন্তু রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস শুধু তা নয়। এর জেরে হাড়ে ব্যথার সঙ্গে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যাও দেখা দিতে পারে। এই রোগ নিয়ন্ত্রণে না থাকলে ফুসফুস, হৃদযন্ত্র এবং রক্তনালিতেও সমস্যা হয়। এমনকী রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের কারণে দৃষ্টিশক্তিও কমে যেতে পারে।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় চোখ। পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যাবার ঝুঁকিও থাকে।

রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস প্রথমে ছোট ছোট অস্থিসন্ধিগুলির ক্ষতি করে। রোগটা যত বাড়তে থাকে, কবজি, হাঁটু, গোড়ালি, কনুই, কাঁধে যন্ত্রণা বাড়তে থাকে। রোগীর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। অতিরিক্ত পর্যায় পৌঁছলে চোখ, ত্বক, ফুসফুস, হৃদযন্ত্র ও রক্তনালিতে সমস্যা হয়।

উপসর্গ

গাঁটে গাঁটে ব্যথা হয়। পাশাপাশি হাত-পা অবশ হয়ে যেতে থাকে। হাত এবং পায়ের জোরও কমে যেতে পারে। মাঝেমধ্যেই জ্বর আসতে পারে। ভিতরে জ্বর-জ্বর ভাব থাকে। অতিরিক্ত ক্লান্তি ও দুর্বলতাও এই রোগের লক্ষণ। চোখ ফুলে লাল হয়ে যায়। এছাড়া অনবরত জল পড়া, চোখে জ্বালা, চুলকানি হলেও সতর্ক হতে হবে কারণ চোখের সংক্রমণ ভেবে অনেকে বুঝতে পারেন না এড়িয়ে যান। এতে অন্ধত্ব আসতে পারে।

রোদে সেঁকে সুস্থ

শরীরে ভিটামিন ডি ও ক্যালশিয়ামের ঘাটতি হলেই আর্থ্রাইটিস হবার সম্ভাবনা বাড়ে। যে খাবার থেকে ভিটামিন ডি পাওয়া যেতে পারে, সে-সব খাবার খাওয়ার চল আমাদের দেশে কম। কয়েক রকম বাদাম, সবজি থেকে যতটুকু ভিটামিন ডি পাওয়া যায়, তা শরীরের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই ভিটামিন ডি-র সবচেয়ে ভাল উৎস হল সূর্যের আলো। রোদে কিছুক্ষণ শরীর সেঁকলে সেই প্রয়োজনীয় ভিটামিন ডি পাওয়া যাবে। তবে ভরদুপুরের চড়া রোদে নয়। দিনের কিছুটা সময় সূর্যের আলো গায়ে লাগান। নিয়মিত শরীরচর্চা করুন। খুব বাড়াবাড়ি হলে অস্ত্রোপচারই পথ। তবে বেশি বয়সে অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে স্টেরয়েডবিহীন যন্ত্রণানাশক ওষুধ, স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন, ফিজিওথেরাপি, গরম বা ঠান্ডা সেঁক— এগুলোই পথ। তবে কোনও কিছুই কাজে না এলে হাঁটু প্রতিস্থাপনের দিকে এগতে হবে। এই মুহূর্তে নি-রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি যে-কোনও ধরনের আর্থ্রাইটিসের জন্য সফল চিকিৎসা। অনেকেই এটা করে সুস্থ জীবন ফিরে পেয়েছেন।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

21 May, 2025 • Wednesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

বলের হিসাবে আইপিএলে দ্রুততম ১৫০ উইকেটের নজির হর্ষল প্যাটেলের

উদ্দীপ্ত টটেনহ্যাম, ট্রফি জিততে মরিয়া ম্যান ইউ

বিলবাও, ২০ মে : বুধবার রাতের ইউরোপা লিগ ফাইনালকে বিশেষজ্ঞরা চিহ্নিত করছেন 'ইংলিশ ডার্বি' নামে। কারণ প্রিমিয়ার লিগের দুই দল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ও টটেনহ্যাম হটস্পার একে অন্যের বিরুদ্ধে খেতাবি লড়াইয়ে নামবে। যে দল জিতবে, তারা আগামী মরশুমে সরাসরি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বে খেলবে।

আবার অনেকে বলছেন, টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবথেকে খারাপ ফাইনাল! কারণ দুটো দলই ঘরোয়া ক্রিকেট লিগে ধুঁকছে। প্রিমিয়ার লিগে ১৬ নম্বরে রয়েছে ম্যান ইউ। টটেনহ্যাম ১৭ নম্বরে। কিন্তু তাতেও ফাইনাল ম্যাচ ঘিরে দু'দলের সমর্থকদের উত্তেজনার পারদ বিন্দুমাত্র কমছে না। কারণ গোটা মরশুমের হতাশা যে ভুলিয়ে দিতে পারে এই একটা জয়।

ম্যান ইউয়ের অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেজ তো বলেই দিচ্ছেন, "এই ট্রফিটা জিতে সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে চাই। আমরা মাঠে নেমে জীবন দিয়ে খেলব। জয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবছি না। তবে তার জন্য আমাদের একশো নয় দুশোভাগ উজাড় করে দিতে হবে।" কোচ রুবেন আমোরিমও বলছেন, "ইউরোপা লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েই মরশুম শেষ করতে চাই।"

এদিকে, ১৯৮৩-৮৪ মরশুমের পর আরও একবার ইউরোপা লিগ জেতার সুযোগ টটেনহ্যামের সামনে। সেই সময় টুর্নামেন্টের নাম ছিল উয়েফা কাপ। তার পর দীর্ঘ বছর কেটে গেলেও, ইউরোপীয় মঞ্চে আর কোনও সাফল্যের মুখ দেখেনি টটেনহ্যাম। এমনকী, ক্লাবের সর্বশেষ ট্রফি জয়ও নেই নেই করে ১৭ বছর আগে! ২০০৭-০৮ মরশুমে লিগ কাপ জয়ই টটেনহ্যামের শেষ সাফল্য।

তবে এবারের ইউরোপা লিগে দল যে ফুটবল খেলেছে, তাতে আত্মবিশ্বাসী টটেনহ্যাম কোচ অ্যাঞ্জ পোস্তেকোগলু। প্রিমিয়ার লিগের ব্যর্থতার জন্য তাঁর মাথায় উপর ছাঁটাইয়ের খাঁড়া ঝুলছে। তবে ইউরোপা লিগ চ্যাম্পিয়ন হলে, পরিস্থিতি যে ম্যাজিকের মতোই বদলে যাবে, সেটা আঁচ করছেন পোস্তেকোগলু।

ইউরোপা লিগ ফাইনাল

খোশমেজাজে দুই ম্যান ইউ তারকা ম্যাগুয়ের ও ব্রুনো।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ

জুলাইয়ে আইসিসি'র সভায় হবে আলোচনা

দুবাই, ২০ মে : পহেলগাঁওকাণ্ড এবং তার জেরে সীমান্ত সংঘাতের কারণে আগামী এশিয়া কাপ থেকে ভারত যে এখনও সরকারিভাবে নাম প্রত্যাহার করে নেয়নি, তা বিসিসিআই সচিব জানিয়েছেন। আসন্ন আইসিসি টুর্নামেন্টগুলিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ নিয়ে ভারতের কী অবস্থান হবে, তা নিয়েও এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেনি বোর্ড। তবে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, জুলাইয়ে সিঙ্গাপুরে চার দিনের আইসিসি-র বার্ষিক সাধারণ সভায় ভারত-পাক ম্যাচের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হবে। জুলাইয়ের ১৭-২০ আইসিসি-র এজিএম চলবে।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে আইসিসি-র আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক পহেলগাঁও হামলা দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে কূটনৈতিক উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। যার ফলে এশিয়া কাপ এবং বিশ্বকাপের মতো বহুদলীয় টুর্নামেন্টেও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত খেলা চালিয়ে যাবে কি না, তা নিয়ে ব্যাপক জল্পনা শুরু হয়েছে। বিসিসিআই-এর প্রাথমিক ভাবনা, আইসিসি ইভেন্টে এখন থেকে গ্রুপ পর্বেও পাকিস্তানের মুখোমুখি হতে চায় না ভারত।

জুলাইয়ে আইসিসি-র বৈঠকে অন্যতম বিষয় হিসেবে থাকছে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের ভবিষ্যৎ এবং দু'দেশের সম্পর্কের জটিলতা। অবাক হওয়ার থাকবে না যদি ভারত-পাক ইস্যু সিঙ্গাপুরের বৈঠকে প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। জয় শাহ আইসিসি-র চেয়ারম্যান পদে আসার পর প্রথম আইসিসি-র বার্ষিক সভা হতে চলেছে। সেখানে আফগানিস্তানে মহিলা ক্রিকেট চালু এবং ছেলেদের অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের ফরম্যাট বদলে ৫০ ওভার থেকে টি-২০ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

নির্বাসিত দিগ্বেশ, দ্বন্দ্ব থামালেন বোর্ড কর্তা

বিতর্কিত সেই মুহূর্ত।

লখনউ, ২০ মে : ভুল থেকে শিক্ষা না নিয়ে আইপিএলে এক ম্যাচ নির্বাসিত হলেন দিগ্বেশ রাঠি। লখনউ সুপার জায়ান্টসের স্পিনার দিগ্বেশের সঙ্গে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ব্যাটার অভিষেক শর্মার সঙ্গে ঝামেলায় হস্তক্ষেপ করে তাঁদের শান্ত করেন বিসিসিআই-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজীব শুক্লা। কিন্তু কড়া শাস্তি এড়াতে পারেননি লখনউয়ের স্পিনার। নির্বাসনের শাস্তির সঙ্গে বড় অঙ্কের জরিমানাও দিতে হবে দিগ্বেশকে। অভিষেককে আউট করেন দিগ্বেশই। এরপরই বিতর্কের সূত্রপাত। প্রথমে অভিষেককে 'টাটা' করে ডাগ আউটের পথ দেখান লখনউ স্পিনার। এখানেই শেষ নয়, দিগ্বেশ তাঁর পরিচিত 'নোটবুক' সেলিব্রেশনও করেন। অভিষেক যখন ফিরে যাচ্ছেন তখন তাঁকে কিছু বলেন দিগ্বেশ। তারপর আর মাথা ঠিক রাখতে না পেরে দিগ্বেশের দিকে তেড়ে যান অভিষেক। দু'জনেই কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন। এর জেরেই এক ম্যাচের নির্বাসন ও জরিমানার শাস্তি পেতে হয় দিগ্বেশকে।

খেলা শেষ হওয়ার পরেও দু'জনের ঝামেলা থামেনি। দু'দলের ক্রিকেটারদের হাত মেলানোর সময়ও দেখা যায়, দু'জনের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় চলছে। এরপরই আসরে নামেন বোর্ড কর্তা শুক্লা। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সময় দু'জনের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। দিগ্বেশ ও অভিষেককে শান্ত করেন।

সৌদি ছেড়ে ব্রাজিলের পথে রোনাল্ডো

মাদ্রিদ, ২০ মে : আল নাসেরের নতুন চুক্তিতে এখনও সই করেননি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পর্তুগিজ মহাতারকা সৌদি ক্লাবের জার্সিতে গোলের পর গোল করলেও, কোনও বড় ট্রফি জিততে পারেননি। এরই মধ্যে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা জানিয়েছেন, ক্লাব বিশ্বকাপে খেলবে এমন একটি ব্রাজিলীয় ক্লাবের লোভনীয় প্রস্তাব পৌঁছে গিয়েছে রোনাল্ডোর কাছে। যদিও প্রতিবেদনে সেই ব্রাজিলীয় ক্লাবের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

প্রসঙ্গত, ব্রাজিল থেকে চারটি ক্লাব— ফ্লুমিনেন্স, ফ্ল্যামিঙ্গো, পালমেইরাস ও বোটাফোগো এই টুর্নামেন্টে খেলবে। জল্পনা আরও উস্কে দিয়েছেন, বোটাফোগো ক্লাবের কোচ রেনাতো পাভিয়া। তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, "বড়দিন শুধু ডিসেম্বর মাসেই আসে। কিন্তু যদি ও (রোনাল্ডো) আসে, তাহলে এমন একজন তারকাকে না বলা অসম্ভব। আমি এর বেশি কিছু মন্তব্য করতে চাই না। তবে কোচেরা কিন্তু সব সময় সেরা খেলোয়াড়কেই দলে চেয়ে থাকেন।"

তবে আল নাসেরের সঙ্গে রোনাল্ডোর বর্তমান চুক্তি শেষ হচ্ছে আগামী ৩০ জুন। আর আগামী ১৪ জুন আমেরিকার মাটিতে শুরু হবে ক্লাব বিশ্বকাপের আসর। ফলে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই রোনাল্ডো কীভাবে সৌদি ক্লাব ছাড়বেন! তাই শেষ পর্যন্ত রোনাল্ডো কী করেন, সেটা জানার জন্য আরও কয়েকটা দিন ফুটবলপ্রেমীদের অপেক্ষা করতেই হবে।

দাবি স্প্যানিশ মিডিয়ার

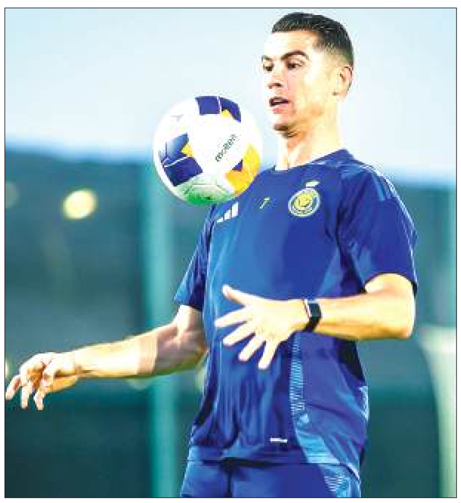

ব্রাইটনের কাছে হার সালাহদের

লন্ডন, ২০ মে : প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলকে হারিয়ে বড় চমক দিল ব্রাইটন। টানটান উত্তেজনার মধ্যে ৩-২ গোলে ম্যাচ জিতে আগামী মরশুমে ইউরোপা লিগে খেলার আশা জিইয়ে রাখল ব্রাইটন। অন্যদিকে, খেতাব পকেটে পুরে ফেলার পর নিজেদের শেষ তিনটে লিগ ম্যাচে জয় অধরা মহম্মদ সালাহদের। এর মধ্যে রয়েছে দু'টি হার ও একটি ড্র।

অথচ বিপক্ষের মাঠে খেলা শুরুর ৯ মিনিটের মধ্যেই হার্ভি এলিয়টের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল লিভারপুল। যদিও ৩২ মিনিটেই ১-১ করে দেন ব্রাইটনের ইয়াসিন আয়ারি। কিন্তু প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে ফের এগিয়ে যায় লিভারপুল। এবার গোল করেন ডমিনিক সজোবোসজলাই। বিরতির পর, ম্যাচের ৬৯ মিনিটে ২-২ করেন ব্রাইটনের কাওরু মিতোমা। এরপর ৮৯ মিনিটে ব্রাইটনের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন জ্যাক হিনশেলউড।

ম্যাচের পর হতাশ লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট বলেন, "যে রেজাল্ট চেয়েছিলাম, সেটা পেলাম না। একবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাওয়ার পর, ফুটবলারদের বাকি ম্যাচে অনুপ্রাণিত করা খুব কঠিন।"

হার লিটনদের

শারজা : সংযুক্ত আরব আমিরশাহির কাছে এবার হারতে হল বাংলাদেশকে। প্রথমবার পদ্মাপাড়ের দেশকে আন্তর্জাতিক টি-২০তে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছে আমিরশাহি। শারজায় সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে লিটন দাসদের ২ উইকেটে হারিয়েছে তারা। ফলে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ এখন ১-১। বুধবার সিরিজ নির্ণায়ক ম্যাচ। এদিন প্রথমে ব্যাট করে আমিরশাহীর সামনে ২০৬ রানের লক্ষ্য রাখে বাংলাদেশ। তানজিদ হাসান (৫৯), লিটন (৪০) ও তৌহিদ হৃদয়ের (৪৫) ব্যাটে ভর করে ২০৫ রান তোলে তারা। জবাবে শেষ ওভারে বাজিমাত করে আমিরশাহি। দলের জয়ের নায়ক মহম্মদ ওয়াসিম। ৪২ বলে ৮২ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে আমিরশাহির জয়ের নায়ক তিনি। আগের ম্যাচে সেঞ্চুরি করা পারভেজ হোসেন ইমনকে বাইরে রেখে খেলতে নামে বাংলাদেশ। তার খেসারতও দিতে হয় দলকে।

জয়ী শ্রীকান্ত

কুয়ালালামপুর : বাছাই পর্ব টপকে মালয়েশিয়া মাস্টার্স সুপার ৫০০ টুর্নামেন্টের মূলপর্বের যোগ্যতা অর্জন করলেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত। মঙ্গলবার ৩২ বছর বয়সি ভারতীয় তারকা বাছাই পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে চিনা তাইপের হুয়াং ইয়ু কাইকে ৯-২১, ২১-১২, ২১-৬ গেমে হারিয়ে মূলপর্বে উঠেছেন। এর আগে বাছাই পর্বের প্রথম ম্যাচে শ্রীকান্ত ২১-৮, ২১-১৩ গেমে হারিয়েছিলেন আরেক চিনা তাইপে শাটলার কাও কুয়ান লিনকে।

আগ্রহী কাকা

সাও পাওলো : কার্লো আনচেলোত্তির কোচিং টিমে যোগ দিতে চান কিংবদন্তি ব্রাজিলীয় তারকা কাকা। ব্রাজিল জাতীয় দলের কোচের দায়িত্ব নিতে চলেছেন আনচেলোত্তি। ব্রাজিলের হয়ে ৯২টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা কাকা আবার আনচেলোত্তির পুরনো শিষ্য। এসি মিলানে আনচেলোত্তির অধীন বেশ কিছু মরশুম খেলেছেন। কাকা সম্প্রতি কোচিং কোর্স সম্পূর্ণ করেছেন। তিনি বলছেন, "যদি সুযোগ পাই, জাতীয় দলের কোচিং টিম যোগ দিতে আমি তৈরি। ব্রাজিলকে সাহায্য করতে পারলে ভালই লাগবে। আমি ইতিমধ্যেই দেশে কোচিং কোর্স সেরে ফেলেছি।"

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

21 May, 2025 • Wednesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২১ মে
২০২৫
বুধবার

অনূর্ধ্ব ২৩ ভারতীয় ফুটবল দলের কোচের দায়িত্ব পেলেন নৌশাদ মুসা

বঞ্চিত ইডেন, ফাইনাল আমেদাবাদে

প্রতিবেদন : আশঙ্কাই সত্যি হল। কলকাতা থেকে আইপিএল ফাইনাল সরে গেল আমেদাবাদে। ৩ জুন নতুন মোতেরা স্টেডিয়ামে হবে অষ্টাদশ আইপিএলের খেতাবি লড়াই। ১ জুন দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারও হবে আমেদাবাদে। প্লে-অফের দ্বিতীয় ভেনু পাঞ্জাবের মুল্লানপুরের নতুন স্টেডিয়াম। নিউ চণ্ডীগড়ে প্রথম কোয়ালিফায়ার এবং এলিমিনেটর হবে যথাক্রমে ২৯ ও ৩০ মে। মঙ্গলবার আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। সমাজমাধ্যমে প্লে-অফের ভেনু ঘোষণা করেছে বিসিসিআই।

ফাইনাল ও দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার সরে যাওয়ায় এই বছর আইপিএলের আর কোনও ম্যাচ হবে না কলকাতায়। বেঙ্গালুরু থেকেও একটি ম্যাচ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। লিগ পর্বে বেঙ্গালুরু ও হায়দরাবাদের মধ্যে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ২৩ মে লখনউয়ে। বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় ম্যাচটি বেঙ্গালুরু থেকে সরানো হয়েছে।

নিয়মানুযায়ী এবার উদ্বোধনী ম্যাচ, ফাইনাল ছাড়াও প্লে-অফের একটি ম্যাচ পেয়েছিল ইডেন। কিন্তু ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সীমান্ত সংঘাতের জেরে আইপিএল এক সপ্তাহ বন্ধ থাকার পর সংঘর্ষবিরতি শেষে যখন টুর্নামেন্ট শুরু হয়, তখন বদলে যায় সমীকরণ। স্থগিত আইপিএল পুনরায় চালু করতে বাকি ১৭টি

ম্যাচের জন্য যে ছ'টি ভেনু সূচি প্রকাশ করা হয়, তাতে ইডেনের নাম ছিল না। অথচ, আইপিএলের প্রথা অনুযায়ী, টুর্নামেন্টের ফাইনালে যে দু'টি দল খেলে, পরের বছর সেই দুই ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে 'প্রাইজড' ম্যাচগুলো ভাগাভাগি হয়। চ্যাম্পিয়ন টিমের শহর পায় উদ্বোধনী ম্যাচ, ফাইনাল ও একটি কোয়ালিফায়ার। নতুন প্লে-অফ সূচিতে 'উপেক্ষিত' ইডেন।

বোর্ডের যুক্তি, দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ও ফাইনালের সময় কলকাতায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সেদিন নাকি শহরে বৃষ্টির সম্ভাবনা ৬০ শতাংশের উপর। যদিও এই পূর্বাভাসকে গুরুত্ব দিতে নারাজ সিএবি। তারা দিল্লির মৌসম ভবন এবং আলিপুর আবহাওয়া দফতর থেকে এমন কোনও পূর্বাভাস পায়নি। দুই জায়গার রিপোর্ট আগেই বোর্ডের কাছে পাঠিয়ে ফাইনাল ও কোয়ালিফায়ার ধরে রাখার মরিয়া চেষ্টা করেছিল সিএবি। কর্তাদের বক্তব্য ছিল, এত আগে থেকে নয়, এক সপ্তাহ আগেই সঠিক

আইপিএল ফাইনাল
৩ জুন (সন্ধ্যা ৭.৩০, আমেদাবাদ)
দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার
১ জুন (সন্ধ্যা ৭.৩০, আমেদাবাদ)
প্রথম কোয়ালিফায়ার
২৯ মে (সন্ধ্যা ৭.৩০, মুল্লানপুর)
এলিমিনেটর
৩০ মে (সন্ধ্যা ৭.৩০, মুল্লানপুর)

পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। সিএবি'র তরফে বোর্ডকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছিল, ইডেনে ফাইনাল আয়োজন করতে তারা সব দিক থেকেই তৈরি। দেশের যে কোনও মাঠের তুলনায় ইডেনের নিকাশি ব্যবস্থাও উন্নত। ভারী বৃষ্টির পরেও ৪৫ মিনিটের মধ্যে খেলা শুরু করা সম্ভব হয়। কিন্তু সিএবি-র আবেদনে সাড়া দিল না বোর্ড। ক্ষুব্ধ সিএবি কর্তারা। তবে এমনও শোনা যাচ্ছে, আইপিএলে দামী ম্যাচ হাতছাড়া হওয়ার ক্ষতি সিএবি-কে বোর্ড পুষিয়ে দিতে পারে আগামী বছরের টি-২০ বিশ্বকাপে নক আউট-সহ কিছু বড় ম্যাচ ইডেনকে উপহার দিয়ে।

বোর্ডের সঙ্গে সংঘাতে যাবে না সিএবি

প্রতিবেদন : আইপিএল ফাইনাল হাতছাড়া হলেও বোর্ডের সঙ্গে সংঘাতে যাবে না সিএবি। সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। সিএবি'র কোষাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তী বললেন, ''কলকাতা বঞ্চিত হলেও এটা নিয়ে আমরা বেশি কিছু বলতে চাই না। পেরেন্ট বডির বিরুদ্ধে আমরা যেতে পারি না। আমাদের বোর্ডের সঙ্গেই কাজ করতে হবে। সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।'' তবে সিএবি-র অন্দরমহলের খবর, আইপিএল ফাইনাল ও কোয়ালিফায়ার হাতছাড়া হওয়ায় আগামী বছর টি-২০ বিশ্বকাপের বড় ম্যাচ পাওয়ার দাবি জোরালো হল ইডেনের। সিএবি কোষাধ্যক্ষের কথায়, ''আমাদের মুখ থাকল সামনের বছর বিশ্বকাপে নক আউট-সহ বেশ কিছু ভাল ম্যাচের দাবি জানানোর। আশা করি, আইসিসি টুর্নামেন্টে আমরা হতাশ হব না।''

ফাইনালে মোহনবাগান

প্রতিবেদন : জেসি মুখার্জি টি-২০ টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠল মোহনবাগান। শুক্রবার ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ কালীঘাট। মঙ্গলবার সেমিফাইনালে মোহনবাগান ৬ উইকেটে হারিয়েছে ভবানীপুরকে। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৭৪ রান তুলেছিল ভবানীপুর। ৪৬ বলে ৫৬ রান করেন শাকিব হাবিব গান্ধী। এছাড়া জেসল কারিয়ার ২৩ বলে ৪৪ রান উল্লেখযোগ্য। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ১৮.৫ ওভারে ৪ উইকেটে

জেসি মুখার্জি ক্রিকেট

১৭৫ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় মোহনবাগান। রণজ্যোৎ সিং খাইরা ৪৬ বলে ৫৬ রান করেন। শুভঙ্কর বল ৪৪ রানে নট আউট থাকেন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য বিকাশ সিংয়ের ২৮ ও সুদীপ ঘরামির ২৭ রান। অন্য সেমিফাইনালে টাউন ক্লাবকে ৭ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে কালীঘাট। প্রথম ব্যাট করে ১৯.৫ ওভারে ১৪৪ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল টাউন ক্লাব। প্রীতম চক্রবর্তী ৩ উইকেট নেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ১৫.৪ ওভারেই জয় ছিনিয়ে নেয় কালীঘাট। ঋতম পোড়েল ৬৯ ও অনুষ্টুপ মজুমদার ৪১ রান করেন।

প্রত্যয়ী মানোলো, অতীত ভুলতে চান শুভাশিসও

প্রতিবেদন : কলকাতায় জোরকদমে চলছে ভারতীয় ফুটবল দলের প্রস্তুতি শিবির। মঙ্গলবার শিবিরের দ্বিতীয় দিন নিউটাউনে ফেডারেশনের উৎকর্ষ কেন্দ্রের মাঠে ফুটবলারদের ফিটনেসে জোর দেন কোচ মানোলো মার্কুয়েজ রোকা। বিভিন্ন ধরনের ফিটনেস ড্রিলে সুনীল ছেত্রী, মনবীর সিং, সুহেল ভাটদের ব্যস্ত রাখেন মানোলোর ফিটনেস ট্রেনার। অনুশীলনে এদিন গোলকিপারদের অনুশীলন ফেডারেশন জাতীয় দলের ডিরেক্টর সুব্রত পাল এবং ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট। পাশাপাশি সুনীল, লিস্টনদের নিয়ে আক্রমণভাগকে ক্ষুরধার করার চেষ্টায় মানোলো।

দিন দশেকের শিবির শেষে কলকাতা থেকে ২৮ মে থাইল্যান্ড রওনা হবে ভারতীয় দল। সেখানে ৪ জুন থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফিফা ফ্রেন্ডলি খেলে হংকংয়ের বিরুদ্ধে এএফএস এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ খেলতে যাবে মানোলোর দল। অসুস্থতার কারণে এখনও শিবিরে যোগ দেননি আশিক কুরুনিয়ন। মোহনবাগানের উইঙ্গার যোগ দেবেন বুধবার। সদ্য বাবা হওয়ায় ছুটিতে থাকা রাহুল ভেকে শিবিরে যোগ দেবেন শুক্রবার।

টিম কম্বিনেশন এবং বোঝাপড়ার উপর জোর দিতে চাইছেন মানোলো। বাংলাদেশ ম্যাচে ড্র করে চাপে থাকা সুনীলদের কোচ অবশ্য আত্মবিশ্বাসী ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যাপারে। স্প্যানিশ কোচ বললেন, ''গ্রুপে সব দলই একে অপরকে হারাতে পারে। চারটি দলই এক পয়েন্টে দাঁড়িয়ে। সবাই এক জায়গায় রয়েছে। পাঁচ ম্যাচ হাতে রেখে শুরু করতে হবে। আমরা প্রস্তুত হওয়ার যথেষ্ট সময় পাচ্ছি।''

ডিফেন্ডার শুভাশিস বসু জাতীয় দলে একমাত্র বাঙালি

অনুশীলনে সুনীলরা। মঙ্গলবার নিউটাউনের মাঠে।

ফুটবলার। মোহনবাগানের জার্সিতে বর্ষসেরা ফুটবলারের সম্মান পাওয়া শুভাশিস বলছেন, ''অতীত মাথায় রেখে হংকং ম্যাচ খেলতে নামব না। তার আগে থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলে নিজেদের ভালভাবে তৈরি করার সুযোগ পাচ্ছি। বাংলাদেশ ম্যাচের ভুলত্রুটি শুধরে হংকং ম্যাচ খেলতে নামব। মোহনবাগান জার্সিতে সারা বছরের সাফল্য দেশের জার্সিতে ভাল খেলতে সাহায্য করবে।'' বাগানে তাঁর জুনিয়র সতীর্থ সুহেল প্রথমবার জাতীয় দলে। শুভাশিস বললেন, ''সুহেল প্রতিভাবান। আশা করি, ও নিজেকে প্রমাণ করবে।''

১৮ জুলাই শুরু ডুরান্ড

প্রতিবেদন : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের পরিকল্পনা ছিল সুপার কাপের নাম বদলে ফেডারেশন কাপ দিয়ে আসন্ন নতুন মরশুম শুরু করার। ফেডারেশন কাপ ফিরবে, কিন্তু আগের মতোই মরশুম শুরু হবে ডুরান্ড কাপ দিয়েই। এআইএফএফ চেয়েছিল, এবার থেকে ডুরান্ড দিয়ে মরশুম শেষ করতে। কিন্তু ঐতিহ্যশালী প্রতিযোগিতাকে মরশুম শেষে রাখতে চায়নি আয়োজকরা। ফলে ডুরান্ডের সময় এগিয়ে আনা হচ্ছে। ২০ অগাস্টের মধ্যে ডুরান্ড শেষ করা হবে। এরপর সেপ্টেম্বরে আইএসএল শুরুর আগেই ফেডারেশন কাপ আয়োজন করার চেষ্টায় এআইএফএফ।

সব ঠিক থাকলে আগামী ১৮ জুলাই ডুরান্ড শুরু হবে। কলকাতা, কোকরাঝাড়-সহ মোট চারটি ভেনুতে হবে ভারতীয় সেনাবাহিনী আয়োজিত বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন এই প্রতিযোগিতা। কলকাতায় ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন, ফাইনাল-সহ পূর্ণাঙ্গ সূচি চূড়ান্ত করতে চায় ডুরান্ড কমিটি।

ছিটকে গেলেন মনিকা

দোহা, ২০ মে : টেবল টেনিসের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয়দের ব্যর্থতা অব্যাহত। সোমবার রাতে ডাবলসে ছিটকে গিয়েছেন দুই বঙ্গতনয়া ঐহিকা ও সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়ের জুটি। মঙ্গলবার দেশের এক নম্বর সিঙ্গলস তারকা মনিকা বাত্রা হেরে গেলেন র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেক নিচে থাকা পার্ক গাহিওনের কাছে। খুব সাধারণ মানের পারফরম্যান্স করে বিদায় নিলেন মনিকা। ভারতীয় তারকা হারলেন ০-৪ ফলে। ছেলেদের সিঙ্গলসে ভারতের মানব ঠক্কর লড়াই করেও ২-৪ ফলে হেরে গেলেন বিশ্বের চার নম্বর জাপানের তোমোকাজু হরিমোতোর কাছে। বিশ্ব টিটিতে ভারতীয় চ্যালেঞ্জ এখনও শেষ হয়নি। মেয়েদের ডাবলসে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন দিয়া চিতলে এবং যশস্বিনী ঘোরপাড়ে। দু'জনের জুটি বুধবার শেষ ষোলোর লড়াইয়ে নামবে জাপানের মিয়ু কিহারা ও মিওয়া হরিমোতোর বিরুদ্ধে।

মাঠে ময়দানে
21 May, 2025 • Wednesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এটাই কি ধোনির শেষ আইপিএল, সিএসকে কোচ ফ্লেমিং বললেন, আমি জানি না

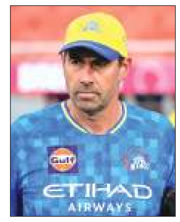

ধোনিরা লাস্ট বয়, ফার্স্ট বয় বৈভব

চেন্নাই সুপার কিংস ১৮৭-৮ (২০ ওভার)
রাজস্থান রয়্যালস ১৮৮-৪ (১৭.১ ওভার)

মারমুখী বৈভব, স্টাম্পের পিছনে অসহায় ধোনি। মঙ্গলবার দিল্লিতে।

নয়াদিল্লি, ২০ মে : আইপিএলে নিয়মরক্ষার ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসকে ৬ উইকেটে হারিয়ে দিল রাজস্থান রয়্যালস। ১৪ বছরের বৈভব সূর্যবংশীর প্রতাপের কাছেই হার মানতে হল ৪৩-এর মহেন্দ্র সিং ধোনিকে এবং তাঁর দলকে। শেষ ম্যাচে অসাধ্যসাধন না করলে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ধোনিবাহিনী এই প্রথম আইপিএল অভিযান শেষ করবে পয়েন্ট টেবলে সবার নিচে থেকে। ১৩ ম্যাচে মাত্র ৬ পয়েন্ট নিয়ে দশম স্থানেই সিএসকে। রাজস্থান ১৪ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে ধোনিদের এক ধাপ উপরে ন'নম্বরে থেকে এবারের মতো আইপিএল অভিযান শেষ করল।

লাস্ট বয় ধোনিরা হলেও এদিন রাজধানীর বুকে ফার্স্ট বয় বৈভব। চেন্নাইয়ের ১৮৭ রান তাড়া করে ১২ বল হাতে রেখেই জয় পিঙ্ক আর্মির। বিহারের ওয়ান্ডারকিডের ৩৩ বলে ৫৭ রানের বিস্ফোরক ইনিংস রাজস্থানকে জয়ের পথে এগিয়ে দেয়। মাত্র ২৭ বলে ছক্কা হাঁকিয়ে হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করে সে। ধোনির তিন বোলিং-অস্ত্র নূর আহমেদ, রবীন্দ্র জাদেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বিনের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ব্যাটিং করল বৈভব। অধিনায়ক যশস্বী জয়সওয়াল (৩৬), সঞ্জু স্যামসন (৪১) রান পেলেন। শেষে ম্যাচ ফিনিশ করলেন ধ্রুব জুরেল (১২ বলে ৩১ নট আউট) ও সিমরন হেটমেয়ার (৫ বলে ১২)। রাজস্থানের আকাশ মাধওয়াল দারুণ বোলিং করে ম্যাচের সেরা হলেও বৈভবে মুগ্ধতা ধোনি-দ্রাবিড়দের। ম্যাচের পর ধোনি বললেন, ''বৈভব স্পিনারদের বেশ ভাল খেলছে। কিন্তু ওকে লম্বা ইনিংস খেলতে হবে। ধারাবাহিকতা দেখাতে হবে।''

চেন্নাই অধিনায়ক নিয়মরক্ষার ম্যাচে পরের মরশুমের রূপরেখা তৈরি করছেন। ধোনির কথায়, ''যেদিন আমরা টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছি, তার পরের দিন থেকেই আগামী মরশুমের পরিকল্পনা শুরু করেছি। আমরা উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছি। ব্যাটিংয়ে আরও ভাল করতে হবে। পাওয়ার প্লে-তে আমরা ভাল বল করিনি। সেটা করতে পারছি পাওয়ার প্লে-র পর। এই দিকটা নজর দিচ্ছি।'' আয়ুষ মাত্রে ছাড়া সিএসকে-র টপ অর্ডারে বাকি ব্যাটাররা রান পেলেন না। ডিওয়াল্ড ব্রেভিসের ২৫ বলে ঝোড়ো ৪২ রান এবং শিবম দুবের ৩৯ রানের সুবাদে শেষ পর্যন্ত ৮ উইকেটে ১৮৭ রান তোলে ধোনির চেন্নাই। ক্যাপ্টেন কুল চেষ্টা করেন। ১৭ বলে ১৬ রান করে আউট হন। ৭৮ রানের মধ্যেই ৫ উইকেট হারায় চেন্নাই। আয়ুষের ২০ বলে ৪৩ রান মুখরক্ষা করলেও বাকিরা ভরসা দিতে পারেননি। সিএসকে-কে লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছে দেন ব্রেভিস ও শিবম। আট নম্বরে নেমে বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি ধোনি। রাজস্থানের আকাশ মাধওয়াল ও যুধবীর সিং ৩টি করে উইকেট নেন।

মরণ-বাঁচন মঞ্চে মুম্বই-দিল্লি দ্বৈরথ

দিল্লি ম্যাচের প্রস্তুতি রোহিতের

মুম্বই, ২০ মে : চলতি আইপিএলের প্লে-অফে জায়গা পাকা করে ফেলেছে গুজরাট টাইটান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও পাঞ্জাব কিংস। বাকি একটা জায়গার জন্য লড়াই এবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও দিল্লি ক্যাপিটালসের মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে বুধবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে একে অন্যের মুখোমুখি হচ্ছে মুম্বই ও দিল্লি। আর দুই দলের কাছেই এই ম্যাচটা মরণ-বাঁচনের লড়াই।

১২ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত চার নম্বরে রয়েছে মুম্বই। সমান ম্যাচে দিল্লির পয়েন্ট ১৩। অর্থাৎ বুধবার জিতলেই প্লে-অফ নিশ্চিত করে ফেলবেন হার্দিক পান্ডিয়ারা। কারণ সেক্ষেত্রে মুম্বইয়ের পয়েন্ট বেড়ে হবে ১৬। অন্যদিকে, দিল্লি নিজেদের শেষ ম্যাচে পাঞ্জাব কিংসকে হারালেও সর্বোচ্চ ১৫ পয়েন্টের বেশি পাচ্ছে না। ফলে শেষ ম্যাচ হারলেও হার্দিকরা প্রথম চারে জায়গা করে নেবেন। আবার দিল্লি যদি বুধবার জিতে যায়, তাহলে তাদের পয়েন্ট বেড়ে হবে ১৫। মুম্বই আটকে রইবে ১৪ পয়েন্টে। সেক্ষেত্রে মুম্বই নিজেদের শেষ ম্যাচ জিতলে পৌঁছে যাবে ১৬ পয়েন্টে। আবার দিল্লি যদি শেষ ম্যাচ জেতে, তাহলে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফে জায়গা করে নেবে। ফলে যেভাবেই হোক বুধবারের ম্যাচটা জেতার জন্য ঝাঁপাবেন অক্ষর প্যাটেলরা।

এদিকে, গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগেই দলের তিন বিদেশি ক্রিকেটার উইল জ্যাকস, রায়ান রিকেলটন ও করবিন বশের বিকল্প হিসাবে জনি বেয়ারস্টো, রিচার্ড গ্লেসন এবং চরিথা আসালাঙ্কার নাম ঘোষণা করেছে মুম্বই। তবে বুধবারের ম্যাচে আলাদা করে নজর থাকবে রোহিত শর্মার দিকে। টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের পর, দিল্লি ম্যাচ দিয়েই ২২ গজে ফিরতে চলেছেন রোহিত।

ইংল্যান্ড সিরিজের মাঝেই সরতে চেয়েছিলেন রোহিত

মুম্বই, ২০ মে : গত ৭ মে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন রোহিত শর্মা। ৩৮ বছরের তারকা ব্যাটারকে নিয়ে নতুন তথ্য সামনে এল। জানা গিয়েছে, ইংল্যান্ড সফরে পাঁচ টেস্টের সিরিজের মাঝপথেই অবসর নিতে চেয়েছিলেন রোহিত। অনেকটা অস্ট্রেলিয়ায় মহেন্দ্র সিং ধোনির স্টাইলে লাল বলের ক্রিকেট থেকে সরে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল হিটম্যানের। কিন্তু বোর্ড রোহিতের প্রস্তাব খারিজ করে দেয় বলে খবর। এমনকী বোর্ডের পাল্টা প্রস্তাব পছন্দ না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত টেস্ট ছাড়ার সিদ্ধান্তই নিয়ে ফেলেন রোহিত।

একটি রিপোর্টে বোর্ড সূত্রের দাবিতে নতুন করে চর্চায় রোহিতের টেস্ট অবসর। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে রোহিত তিন ফরম্যাটেই ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ৬৭ টেস্টে ৪০.৫৭ গড়ে ৪৩০১ রান করেছেন তিনি। গত বছর টি-২০ আন্তর্জাতিক থেকে অবসর নেওয়ার পর এবার টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন। শুধুমাত্র ওয়ান ডে ফরম্যাটে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন রোহিত। কিন্তু ইংল্যান্ড সিরিজটা খেলতে চেয়েছিলেন তিনি।

যা খবর, ইংল্যান্ডে পাঁচ টেস্টের সিরিজের মাঝপথে সরে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল রোহিতের। ঠিক যেভাবে ২০১৪-১৫ মরশুমে অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম দুই টেস্টের পর বিরাট কোহলির হাতে নেতৃত্বের ব্যাটন তুলে দিয়েছিলেন ধোনি। কিন্তু রোহিতের এই প্রস্তাব পছন্দ হয়নি নির্বাচকদের। বোর্ডের একটি সূত্র জানিয়েছে, নির্বাচকরা সর্বসম্মতিক্রমে স্থায়ী অধিনায়কে আস্থা রাখতে চেয়েছেন। রোহিতকে নাকি বলা হয়, দলের সঙ্গে গেলেও তিনি অধিনায়ক থাকবেন না। নির্বাচকদের মনোভাব বুঝেই টেস্ট থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন রোহিত। এর পাঁচদিন পরই ভারত অধিনায়কের দেখানো পথে হেঁটে টেস্ট ক্রিকেট থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন বিরাট কোহলিও।

টেস্ট দলে নেতা রোহিতের উত্তরসূরি নিয়ে দোটানায় রয়েছেন নির্বাচকরা। শুরুতে শুভমন গিল, ঋষভ পন্থের সঙ্গে নেতৃত্বের দৌড়ে ছিলেন জসপ্রীত বুমরা। কিন্তু ফিটনেস ইস্যুতে সিরিজে সব টেস্ট খেলতে না পারার আশঙ্কায় নিজেকে

নেতৃত্বের দৌড় থেকে সরিয়ে নেন বুমরা। এরপর শুভমন নেতৃত্ব পাওয়ার লড়াইয়ে এগিয়ে যান। কারণ, স্বয়ং কোচ গৌতম গম্ভীর তাঁকে চাইছেন বলে সূত্রের খবর। কিন্তু বোর্ডের একটি অংশের নাকি আপত্তি শুভমনে। তাদের দাবি, গিল টেস্ট দলে নিজের জায়গাই এখনও পাকা করতে পারেননি। তাহলে কীভাবে দলকে নেতৃত্ব দেবেন। বুমরা না হলে নেতৃত্বে তাদের পছন্দ পন্থ। রোহিত-বিরাটকে নিয়ে চর্চার মধ্যেই নতুন টেস্ট অধিনায়ক কে হন, সেটাই এখন দেখার।

ছাঁটাইয়ের পথে ল্যাঙ্গার

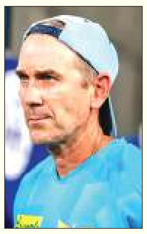

লখনউ, ২০ মে : তারকাখচিত দল গড়েও এবারের আইপিএলে প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি লখনউ সুপার জায়ান্টস। আর এর কোপ পড়তে চলেছে কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারের উপর। টুর্নামেন্টের শেষেই ল্যাঙ্গারকে ছেঁটে ফেলা হবে। লখনউ শিবিরের খবর, কোচের সঙ্গে ক্রিকেটারদের সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। এর জন্য দায়ী ল্যাঙ্গারের জঘন্য ম্যান ম্যানেজমেন্ট স্কিল। এমনকী, মেন্টর জাহির খানের সঙ্গেও কোচের দূরত্ব বেড়েছে। গত কয়েক ম্যাচ থেকেই টিম নিয়ে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন জাহির। ক্রিকেটারদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও খুব ভাল। অন্যদিকে, দেওয়াল লিখন পড়ে ফেলেছেন ল্যাঙ্গার। তাই টিম মিটিংয়ে চুপচাপ থাকছেন। যা পরিস্থিতি, তাতে ল্যাঙ্গারকে ছেঁটে ফেলার পর, আগামী মরশুমের জন্য জাহিরকেই কোচ করতে পারে লখনউ।

চোট সমস্যাকে দায়ী করছেন পন্থ

লখনউ, ২০ মে : আইপিএলের প্লে-অফ থেকে ছিটকে গিয়েছে লখনউ সুপার জায়ান্টস। আর এই ব্যর্থতার জন্য ঘুরিয়ে চোট-আঘাতকেই দায়ী করছেন ঋষভ পন্থ। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে হারের পর পন্থের বক্তব্য, ‘‘এটা আমাদের অন্যতম সেরা মরশুম হতে পারত। কিন্তু দলে প্রচুর শূন্যস্থান রয়েছে। চোট-আঘাত সমস্যাও আছে। তবে এটা নিয়ে কথা না বলার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছিলাম। কিন্তু বাস্তব হল, ওই শূন্যস্থানগুলো আমরা পূরণ করতে পারিনি।’’

লখনউ অধিনায়ক যোগ করেছেন, ‘‘নিলামে আমরা যেভাবে পরিকল্পনা করেছিলাম, যদি আমাদের বোলিং আক্রমণ একই থাকত, তাহলে রেজাল্ট অন্যরকম হত। কিন্তু এটা ক্রিকেট। সব সময় সব কিছু আপনার পক্ষে যাবে না।’’ পন্থ আরও বলেন, ‘‘আমাদের ব্যাটিং যথেষ্ট শক্তিশালী। এই মরশুমে নেতিবাচক দিকগুলোর থেকে ইতিবাচক দিকগুলোকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। তবে আমাদের বোলিং কিছুটা হলেও দুর্বল ছিল। মাঝে মাঝে বোলাররা ভাল বল করলেও, ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেনি।’’

বিশেষজ্ঞরা আবার মনে করছেন, লখনউয়ের ব্যর্থতার বড় কারণ পন্থের খারাপ ফর্ম। এবারের আইপিএলে ব্যাট হাতে চূড়ান্ত ব্যর্থ পন্থ। ১২ ম্যাচে তাঁর অবদান মাত্র ১৩৪ রান। গড় ১২.২৭! অথচ নিলামে পন্থের জন্য ২৭ কোটি খরচ করেছিল লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজি। যা আইপিএলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দর! ব্যাট হাতে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হওয়ার প্রভাব পড়েছিল পন্থের নেতৃত্ব এবং কিপিংয়েও। তবে কঠিন সময়ে পন্থের পাশে দাঁড়িয়েছেন সতীর্থ মিচেল মার্শ। তিনি বলছেন, ‘‘ঋষভ অসাধারণ ক্রিকেটার। প্রচণ্ড দক্ষ এবং প্রতিভাবান। ও রানে ফিরবেই। হয়তো শেষ দুটো ম্যাচেই ওর ব্যাটে বড় রান আসবে।’’